মুসলিম উম্মার সঠিক কর্মনীতি

ডঃ আবদুল কাদের আওদাহ শহীদ

মুসলিম উম্মার সঠিক কর্মনীতি

আব্দুল কাদের আওদাহ শহীদ
অনুবাদঃ আবদুল কাদের

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা—চট্টগ্রাম—খুলনা

www.amarboi.org

প্রকাশনায়

আধুনিক প্রকাশনী-

২৫, শিরিশ দাস লেন,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন-২৫১৭৩১

আঃ প্রঃ ১৭৭

২য় সংস্করণ

মহররম	১৪১৫
জ্যৈষ্ঠ	১৪০১
জুন	১৯৯৪

বিনিময় ঃ ১৫.০০ টাকা

মুদ্রণেঃ

আধুনিক প্রেস

২৫, শিরিশ দাস লেন,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

امت مسلمہ صحیح راہ عمل -এর বাংলা অনুবাদ

MUSLIM UMMAR SATHIK KARMANITEE by Abdul kadir Awdah Shahid Published by Adhunik Prokashani 25 Shirishdas Lane. Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price: 15.00

www.amarboi.org

অনুবাদকের কথা

মানব রচিত আইন মানুষের মন-মগজে প্রচন্ডভাবে গেড়ে বসে আছে। অবস্থাটা এমন যে, ঐশী বাণীর ধারক ও বাহক মুসলমান জাতিও সেই জালে মারাত্মকভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মুসলমান জাতির বড় বড় নেতা ও চিন্তানায়করাও পবিত্র কুরআনকে শুধুমাত্র একটি বরকতের বস্তু মনে করে থাকেন। তাঁরাও জীবনের কোন ক্ষেত্রেই কুরআন শরীফকে পথপ্রদর্শনকারী হিসেবে মানার জন্য প্রস্তুত নন। তাঁদের সকল ধ্যান-ধারণার ভিত্তিমূল হলো মানব রচিত আইন এবং সকল সমস্যার সমাধানও তাতেই অনুসন্ধান করে থাকেন। কর্মজীবনে তাঁদের চিন্তা-চেতনায় এটা কখনই আসেনা যে, পথপ্রদর্শনের জন্য কুরআন-সুন্নাহর মত মহান ঝর্নাধারা রয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে পবিত্র কুরআনই একমাত্র কিতাব যার শিক্ষা ডুবন্ত মানবতার তরীকে টেনে কল্যাণ ও শান্তির তীরে পৌছাতে পারে।

এই পুস্তিকাটিতে লেখক আল্লাহ প্রদত্ত আইন ও মানব রচিত আইন বিশ্লেষণ করে আল্লাহর আইনকে মানব জাতির জন্য একমাত্র কল্যাণকর আইন হিসাবে প্রমাণ করেছেন। লেখক আবদুল কাদের আওদাহ শহীদ মিসরের একজন মহান আইন বিশেষজ্ঞ ও ইখওয়ানুল মুসলিমুনের অন্যতম নেতা ছিলেন। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামই ছিল তাঁর একমাত্র অপরাধ (?)। এই অপরাধেই ১৯৫৪ সালের ৭ই ডিসেম্বর তিনিসহ অন্য আরো চারজন ইখওয়ান নেতাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। জনাব আবদুল কাদের আওদাহ ফাঁসীর রজ্জুতে জীবন দিয়ে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

মুসলিম উম্মাহর সঠিক কর্মনীতি "পুস্তিকাটি সাপ্তাহিক সোনার বাংলাতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়।" আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ পুস্তিকাটি প্রকাশ করে নিঃসন্দেহে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের ধন্যবাদার্হ হবেন। অনুবাদে কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকলে পাঠকবর্গের সহযোগিতা কামনা করি পুস্তিকাটি প্রকাশের ব্যাপারে যাঁরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ। আল্লাহ আমাদের এই নগণ্য প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

বিনয়াবনত

আবদুল কাদের

ঢাকা, ২৯শে মাঘ, ১৩৯৮ সাল।

৭ই শাবান, ১৪১২ হিজরী।

১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ সন।

www.amarboi.org

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়ঃ

মুসলিম উম্মার সঠিক কর্মনীতি	৫
ঐশিক ও পার্থিব আইন	১৪
পূর্ণ ও স্থায়ী আইন	১৫
প্রকৃতিগত পার্থক্য	১৬
পার্থক্যের কারণ	১৬
শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্ব	১৯
শরীয়তের কর্মপদ্ধিতি	২০
নেতৃত্ব ও আইন প্রণয়ন	২০
সীমালংঘন	২১
কর্তৃত্বশালী ব্যক্তিবর্গ এবং সীমার বন্ধন	২২
ইসলামী দেশসমূহে ইউরোপী আইন কেন?	২৩
শরীয়ত ও আইন বাস্তবায়নের দিক থেকে	২৪
শরীয়তের ওপর আইনের আদর্শিক প্রভাব	২৫
শরীয়তের সঙ্গে সংঘর্ষশীল আইন	২৬
কর্তব্য পালনে অসহায়ত্ব	২৬

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণী	৩৩
১. অশিক্ষিত শ্রেণী	৩৩
২. ইউরোপীয় সভ্যতায় রঞ্জিত শ্রেণী	৩৪
রাজনীতির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই	৩৬
শরীয়ত ও আধুনিক যুগের দাবী	৪৪
শরীয়তের সাময়িক নির্দেশাবলী	৫০
বাস্তবায়নযোগ্য নয়	৫১
ফকিহদের মতকে শরীয়ত বলে	৫২
ইসলামী সংস্কৃতির ঝান্ডাবাহী	৫৮
দায়ীত্বশীল কে	৬২
জনগণের দায়িত্ব	৬২
শাসকদের দায়িত্ব	৬৩

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুসলিম উম্মার সঠিক কর্মনীতি

ইসলামের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হওয়ার কারণে আমরা গর্ব করে থাকি। কিন্তু চরম দুঃখজনক ও আফসোসের বিষয় হলো যে, আমরা তার হুকুম-আহকাম সম্পর্কে বেখবর এবং তার ওপর আমল করার ব্যাপারে চরম পর্যায়ের অমনোযোগিতা প্রদর্শন করে থাকি।

ইসলামের আইন-কানুন সেই মৌলিক নীতি ও আদর্শ যা পবিত্র কুরআনে নাযিল করা হয়েছে। আর এসব আইন রাসূলে করিম (সা) আমাদের সামনে পেশ করেছেন। ঈমান, ইবাদাত, ব্যক্তিগত বিষয়, অপরাধ, সামাজিক বিষয়, ব্যবস্থাপনা, রাজনীতি এবং মানবজীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় ও উদ্দেশ্যের জন্য ইসলামের নির্ধারিত আইন-কানুনের নাম হলো শরীয়াত।

ইসলাম অনুসারীদের ওপর অর্পিত সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো তার হুকুম-আহকাম বাস্তবায়ন করা। কেননা বাস্তবায়ন শক্তির মর্যাদা নিয়েই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। অন্যভাবে কথাটা এভাবে বলা যায় যে, যদি কোন ব্যক্তি ইসলামী শরীয়াতের ওপর আমলের প্রশ্নে অমনোযোগী হয় তাহলে সে ইসলাম থেকেই দূরে সরে যেতে থাকে। ইসলামের হুকুম-আহকাম দু'ভাগে বিভক্ত। এ দু'ধরনের হুকুম-আহকামের মধ্যে এক ভাগের উদ্দেশ্য হলো ইকামাতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠা। আর অন্যভাগ রাষ্ট্র ও কওমকে সুসংগঠিত করার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রথম ভাগের আহকাম আকীদা-বিশ্বাস এবং দ্বিতীয় ভাগের আহকাম রাষ্ট্রীয় বিষয়, বিচার বিভাগীয় এবং ব্যক্তিগত বিষয়াবলী ও সাংবিধানিক এবং প্রশাসনিক বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এমনিভাবে ইসলাম দ্বীন ও দুনিয়া এবং মসজিদ ও হুকুমাতের মধ্যে সুন্দর সংমিশ্রণ এবং ভারসাম্য সৃষ্টি করেছে। যেমন 'দ্বীন' ইসলামের একটি অংশ তেমনি 'হুকুমাত'ও তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) সম্পূর্ণ সঠিকভাবেই বলেছিলেনঃ "আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দিয়ে হুকুমাতের মাধ্যমে সেই কাজ করিয়ে নেন যা শুধুমাত্র কুরআনের বদৌলতে বাস্তবায়িত হতে পারেনা।"

www.amarboi.org

ইসলামের বিভিন্ন ধরনের হুকুম–আহকামের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হলো যে, মানুষ যেন দুনিয়া ও আখিরাত দুই জাহানেই সাফল্য লাভ করতে পারে। এজন্য তার প্রতিটি হুকুমের একটি পার্থিব দিকের সঙ্গে একটি পরকালীন দিকও রয়েছে। ইবাদাত ও সামাজিক মর্যাদা থেকে নিয়ে অপরাধ ও শাস্তির বিধান এবং রাষ্ট্রীয় আইন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশ ও জাতির কল্যাণ নিহিত থাকে। এসব আইনে সুবিচার বা ইনসাফ শক্তিশালী হয়। যা প্রতিপালন করা অথবা না করার কারণে মানুষ শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়ে। অথবা জবাবদিহির জিম্মাদার হয়। সকল কাজ পার্থিব জীবনের সঙ্গে সঙ্গে পরকালীন জীবনের ওপরও প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে।

যখন এটা স্থির হয়ে গেল যে, শরীয়াতের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় স্থানেই সৌভাগ্যের হকদার বানানো, তখন তার আহকামকে আবশ্যিকভাবে এই শর্তের আলোকে দেখতে হবে যার সম্পর্ক কোন পর্যায়েই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না। নচেৎ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কখনই হাতের মুঠোয়ধরা দেবেনা।

পবিত্র কুরআনে হুকুম–আহকামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নাযিলকৃত আয়াত নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করলে জানা যায় যে, এসব নির্দেশের বিরোধিতাকারীদের জন্যে দ্বিগুণ সাজা নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন ডাকাতির জন্য দুনিয়ায় বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধানের মধ্যে রয়েছে ডাকাতকে হত্যা করা, শুলিতে চড়ানো, তার হাত পা কর্তন করা অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা। এই সঙ্গে আখিরাতেও তার জন্য কঠিন আযাবের প্রস্তাব করা হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা ফরমিয়েছেনঃ

اِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ (المائده:٣٣) ـ

"যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গে লড়াই করে এবং যমীনে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি হত্যা কিম্বা শূলে চড়ানো; অথবা তাদের হাত ও পা উল্টা দিক থেকে কেটে ফেলা, কিম্বা দেশ হতে

www.amarboi.org

নির্বাসিত করা। এই লাঞ্ছনা ও অপমান হবে এই দুনিয়ায়; কিন্তু পরকালে তাদের জন্য তার অপেক্ষাও কঠিনতম শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।"–মায়েদাঃ৩৩

এমনিভাবে বেহায়াপনাকে যারা হাওয়া দেয় এবং পবিত্র স্বভাবের মহিলাদের ওপর অন্যায় তোহমত আরোপ করে তাদের জন্য দুনিয়ায় এক ধরনের শাস্তি ও পরকালে অন্য ধরনের শাস্তি নির্ধারিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ - (النُّور : ١٩) ـ

"যেসব লোক চায় যে, ইমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা বিস্তার লাভ করুক তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।" –আন–নূরঃ১৯

আল্লাহ পাক আরো বলেছেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ – يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ– يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ـ

"যেসব লোক পবিত্র চরিত্র সম্পন্না, সাদা–সিধা ও মু'মিন স্ত্রীলোকদের ওপর মিথ্যা চারিত্রিক দোষারোপ করে তাদের উপর দুনিয়া ও আখিরাতে লানত করা হয়েছে, আর তাদের জন্য বড় আযাব রয়েছে, তারা যেন সেই দিনটি ভুলে না যায় যখন তাদের নিজেদের জিহ্বা এবং তাদের নিজেদের হাত ও পা তাদের ক্রিয়াকর্মের সাক্ষ্য দান করবে। সেদিন আল্লাহ তাদেরকে সেই প্রতিদান পুরোপুরি দেবেন যা তারা পাওয়ার যোগ্য। আর তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহই সত্য এবং সত্যকে সত্য হিসেবেই প্রকাশ করেন।"–আন–নূরঃ ২৩–২৫

এমনিভাবে ইচ্ছাকৃত হত্যারও দুধরনের শাস্তি রয়েছে। প্রথম হলো দুনিয়ায় কিসাস এবং দ্বিতীয় আখিরাতে আযাব। আল্লাহর ফরমান হলোঃ

www.amarboi.org

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى -

"হে ঈমানদারগণ। তোমাদের জন্য নরহত্যার ব্যাপারে কিসাস এর আইন লিখে দেয়াহয়েছে।"–আল–বাকারাঃ১৭৮

বলা হয়েছেঃ

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا –

"এবং যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে জেনে বুঝে হত্যা করে, তার শাস্তি হলো জাহান্নাম। তাতে সে চিরদিন থাকবে।"–আন–নিসাঃ৯৩

শরীয়তে এমন কোন বিষয়ই পাওয়া যাবে না, যে ব্যাপারে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানের জন্য শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়নি। যদি কোথাও এ ধরনের হয়েও থাকে তা কোন এক বস্তুর ব্যাপারে নির্দিষ্ট হুকুম নয় বরং সামগ্রিকভাবে একটি কথা বলে দেয়াহয়েছে। যেমনঃ

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوٗنَ – اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوْ يَعْمَلُوْنَ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰهُمُ النَّارُ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ - (السجده :١٨-٢٠) -

"একি কখনো হতে পারে যে, যে ব্যক্তি মুমিন সে ঐ ব্যক্তির মত হয়ে যাবে যে ফাসেক–দুষ্কৃতকারী? এই দু'জন সমান হতে পারে না। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য তো জান্নাতসমূহে বসবাসের স্থান রয়েছে মেহমান হিসেবে তাদের কর্মের বদলারূপে। আর যারা ফাসেকী নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের ঠিকানা হলো দোযখ। যখনি তারা তা থেকে বের হতে চাইবে তখনি তাতে তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে

www.amarboi.org

এখন এই আগুনের আযাবের স্বাদই গ্রহণ কর যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করেছিলে।"–আস–সিজদাঃ১৮–২০

এবং

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّحُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ – (النساء– ١٣–١٤)

"যে লোক আল্লাহ এবং তার রসূলের আনুগত্য করবে তাকে আল্লাহ এমন বাগিচায় দাখিল করবেন যার নিম্নদেশ হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং এই বাগিচায় সে চিরদিন বসবাস করবে। আর প্রকৃতপক্ষে এই হচ্ছে বিরাট সাফল্য। পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও তার রসূলের নাফরমানী করবে এবং তার নির্ধারিত সীমাসমূহকে লংঘন করবে তাকে আল্লাহ আগুনে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে সবসময় থাকবে, আর এ–ই তার জন্য অপমানকর শাস্তি বিশেষ।"–আন–নিসাঃ১৩–১৪

শরীয়তের বিধানসমূহ আঁচ–অনুমানের ভিত্তিতে প্রণীত হয়নি। বরং তা প্রণয়নে শরীয়াতের বুনিয়াদী ও আকীদা বিশ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে সামনে রাখা হয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে দুনিয়াটা হলো এক ধ্বংসশীল ও পরীক্ষার স্থান এবং আখিরাত হলো চিরস্থায়ী। মানুষের কাজের জন্য দুনিয়ায় একটি সীমা পর্যন্ত জবাবদিহির আয়ত্তে আনা যায়। কিন্তু পূর্ণ প্রতিদানের জন্য পরকালীন বিশ্বই নির্ধারিত। সেখানে মানুষের কৃত ভালোমন্দ সবকিছুই সামনে আসবে এবং ভুল পথে পরিচালিতদের শাস্তি শুধু তখনই মওকুফ হতে পারে যখন তারা এই দুনিয়াতেই তঁওবা করে নিজের সংশোধন করে থাকে।

মানুষের তৈরী আইন–কানুনের মুকাবিলায় ইসলামী শরীয়তের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট রয়েছে। বৈশিষ্ট্যটি হলো তাতে দ্বীন ও দুনিয়াকে একত্রিত এবং তার নীতিমালা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্যই কার্যকর করা হয়েছে। এ কারণেই সাচ্চা মুসলমান সুখ–দুঃখ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অবস্থাতেই শরীয়াতের হুকুম

www.amarboi.org

আহকামের আনুগত্য করে থাকে। কেননা তাদের ঈমান হলো এই আনুগত্যই সেই একক মাধ্যম যা অবলম্বন করে সে আল্লাহর নিকটতম বান্দাহ হতে পারে। এবং সে জানে যে যদি আনুগত্যের পরিবর্তে নাফরমানী করে তাহলে আল্লাহর অসন্তুষ্টিই কিনে নেবে এবং পরকালে আজাবের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এ জন্য তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি যদি অপরাধ করার অবস্থায়ও উপনীত হয় তবুও সে তা থেকে দূরে থাকে। এই আকীদার মাধ্যমেই শরীয়াত যেন অপরাধের পরিমাণ ও সংখ্যাকে কম, শান্তি নিরাপদ এবং নিয়ম-নীতি বিশৃংখল পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করে।

পক্ষান্তরে মানব রচিত বিধি-বিধানে এমন কোন আত্মিক চেতনার অস্তিত্ব নেই, যা তাদেরকে ঐসব বিধানের আনুগত্যের প্রতি প্রস্তুত করতে পারে। লোকজন সেই সব বিধি-বিধান বা আইন-কানুনের অনুসরণ ও আনুগত্য শুধুমাত্র ততটুকুই করে যতটুকু অনুসরণে নিজের কোন স্বার্থ জড়িত থাকে এবং আইনের দৃষ্টি থেকে বেঁচে কোন অপরাধ করার সুযোগ থাকলে দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই যে তাতে বাধা দিতে পারে। এই কারণেই মানব রচিত বিধি-বিধান বা আইন-কানুন যেখানে জারি আছে সেখানে অপরাধের পরিমাণ প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই নতুন আলোকপ্রাপ্ত দেশগুলোতে অপরাধীদের সংখ্যা সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেননা তাদের নৈতিক অনুভূতির মৃত্যু ঘটেছে এবং তাদের ধোঁকাবাজীর এত উন্নতি ঘটেছে যে আইনকে ফাঁকি দেয়া তাদের জন্য আর কোন সমস্যাই থাকেনি।

শরীয়াতের হুকুম-আহকামকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। প্রথমত বিচ্ছিন্ন করা শরীয়াতের লক্ষ্য বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ শরীয়াত নিজের যবানীতে এই বিচ্ছিন্নতাকে নিষেধ এবং অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে এ ধরনের কার্য পদ্ধতির বিরোধিতা করেছে। শরীয়াতের কিছু হুকুমের ওপর আমল করা এবং অবশিষ্ট হুকুম থেকে ঘাড় ফিরিয়ে রাখার কোন সুযোগ নেই। শরীয়াতে বর্ণিত সকল আইনের সঠিকতার প্রতি ঈমান আনা এবং তা বাস্তবায়ন শরীয়াতের দাবী। যারা এই দাবী পূরণ করে না শরীয়াত তাদেরকে নিম্নলিখিত দলের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ - فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذَالِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلَىٰٓ اَشَدِّ الْعَذَابِ - (البقرة : ٨٥) ـ

www.amarboi.org

"তবে তোমরা কি কিতাবের একাংশ বিশ্বাস কর এবং অপর অংশকে কর অবিশ্বাস? জেনে রেখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এরূপ আচরণ হবে তাদের এছাড়া আর কি শাস্তি হতে পারে যে, তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে।"–আল–বাকারাঃ ৮৫

শরীয়াতের আংশিক বাস্তবায়ন নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত আয়াত পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানেই আছে। যেমনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتَابِ اُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُوْنَ اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ - (البقرة ١٥٩-١٦٠) ـ

"যারা আমাদের নাযিল করা উজ্জ্বল আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা গোপন করে রাখবে অথচ আমরা তা সমগ্র মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য নিজ কিতাবে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেছি–নিশ্চিত জেনো, আল্লাহও তাদের ওপর লানত করছেন, আর অন্যান্য সকল লানতকারীরাও তাদের ওপর অভিশাপ নিক্ষেপ করছে। অবশ্য, যারা এই অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে বিরত হবে ও নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেবে এবং যা গোপন করছিল তা প্রকাশ করতে শুরু করবে, তাদেরকে আমি মাফ করে দেব। প্রকৃতপক্ষে আমি বড়ই ক্ষমাশীল, তওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু।"আল–বাকারাঃ ১৫৯–১৬০

গোপন করার অর্থ হলো কতিপয় বস্তুকে সঠিক হিসেবে মেনে নেয়া এবং অবশিষ্টকে সঠিক হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন। এ ব্যাপারে কয়েকটি আয়াত রয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً– اُولٰئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ اِلاَّ النَّارَ وَلاَ

www.amarboi.org

يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ–
اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا
اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ـ (البقرة : ١٧٤ – ١٧٥) ـ

"বস্তুত যারা আল্লাহর দেয়া কিতাবের আদেশ–নিষেধ গোপন করে এবং সামান্য বৈষয়িক স্বার্থের জন্য তাকে বিসর্জন দেয়, তারা মূলত নিজেদের পেট আগুনের দ্বারা ভর্তি করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ কখনই তাদের সাথে কথা বলবেন না। তাদেরকে পবিত্র বলেও ঘোষণা করবেন না। তাদের জন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। তারাই হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তির ঝুঁকি গ্রহণ করেছে। তাদের সাহস খুবই বিস্ময়কর এ জন্য যে, তারা জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে প্রস্তুত হচ্ছে।" আল–বাকারাঃ ১৭৪–১৭৫

এবং

فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِىْ ثَمَنًا قَلِيلاً
وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

"অতএব (হে ইয়াহুদী সমাজ) তোমরা লোকদের ভয় করোনা, আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতকে সামান্য ও নগন্য বিনিময় নিয়ে বিক্রয় করা পরিত্যাগ কর, যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না, তারাই কাফের।"–আল–মায়েদাঃ ৪৪

আরো বলা হয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ
وَرُسُلِهٖ – وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيْدُوْنَ
اَنْ يَتَّخِذُوْا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلاً– اُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا–

النساء: ١٥٠ – ١٥١ ـ

www.amarboi.org

"যারা আল্লাহ ও তাঁর নবী–রসূলদের অমান্য করে এবং চায় যে, আল্লাহ এবং তাঁর নবী–রসূলদের মধ্যে পার্থক্য করে, আর বলেঃ আমরা কাউকে কাউকে মানবো, আর কাউকে মানবো না এবং কুফর ও ঈমানের মাঝে একটি পথ বের করার ইচ্ছা পোষণ করে–তারা পাক্কা কাফের।"–আন–নিসাঃ১৫০–১৫১

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا –

"হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি, তা সত্য বিধান নিয়েই অবতীর্ণ এবং আল কিতাব থেকে তার সামনে যা কিছু বর্তমান আছে তার সত্যতা প্রমাণকারী, তার হেফাযতকারী ও সংরক্ষক। অতএব তোমরা খোদার নাযিল করা আইন মোতাবিক লোকদের পারস্পরিক যাবতীয় ব্যাপারে ফয়সালা কর, আর যে মহান সত্য তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে তা থেকে বিরত থেকে তাদের খাহেশাতের অনুসরণ করো না। আমরা তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য একটি শরীয়ত এবং একটি কর্মপথ নির্দিষ্ট করেছি।"–আল–মায়েদাঃ৪৮

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ – اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ (المائده : ٤٩– ٥٠)

"সুতরাং হে মুহাম্মদ! তুমি আল্লাহর আইন অনুযায়ী এই লোকদের যাবতীয় পারস্পরিক ব্যাপারের ফয়সালা কর এবং তাদের নফসানী খাহেশাতের অনুসরণ করো না। সাবধান থেকো, তারা যেন তোমাকে ফিতনায় নিক্ষেপ করে

www.amarboi.org

আল্লাহর নাযিল করা হেদায়াত থেকে এক বিন্দু পরিমাণ বিভ্রান্ত করতে না পারে। আর তারা যদি বিভ্রান্ত হয়, তবে জেনে রেখ যে আল্লাহ তাদের কোন কোন গুণাহর শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে কঠিন বিপদে নিমজ্জিত করার সিদ্ধান্তই করে ফেলেছেন। বস্তুত তাদের অনেক লোকই ফাসেক। (তারা যদি আল্লাহর আইন থেকে বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত হয়) তবে কি তারা পুনরায় জাহেলিয়াতের বিচার কামনা করে? অথচ যারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তাদের নিকট আল্লাহর অপেক্ষা উত্তম ফায়সালাকারী কেউই নেই।"–আল–মায়েদাঃ ৪৯–৫০

ঐশিক ও পার্থিব আইন

ইসলামী শরীয়াতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হলো তা আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন। আর এই আইন সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রয়োজনী এবং তার ওপর আমলযোগ্য। মুহাম্মাদ (স) মানুষের রীতিনীতি ও পর্ব, জীবনাচরণ, ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য সত্ত্বেও এই শরীয়াতকে সমগ্র দুনিয়ার মানব সমাজের নিকট পৌছে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমনিভাবে এই শরীয়ত বা আইন প্রতিটি খান্দান, গোত্র, দল, দেশ ও জাতি নির্বিশেষে লাভজনক এবং আইন বিশেষজ্ঞদের ধারণায় তা চূড়ান্ত পর্যায়ের সার্বজনীন। কিন্তু আমাদেরকে আফসোসের সঙ্গে বলতে হয় যে, আইনবিদরা নিজেদের ব্যাপক জ্ঞান সত্ত্বেও এই শরীয়াত সম্পর্কে অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে। তবুও আল্লাহর সেই সব ফরমানে তারা সমূহ পথ প্রদর্শন লাভ করতে পারেনঃ

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا - ـ

"হে মুহাম্মদ। আপনি বলে দিন যে, হে মানব সমাজ। আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর পয়গাম্বর।"–আল–আরাফঃ১৫৮

এবং

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ - (التوبه:٣٣) ـ

"তিনি সেই আল্লাহ যিনি হেদায়াত ও দ্বীনে হকসহ নিজের রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। যাতে তিনি এই দ্বীনে হককে সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করে দিতে পারেন।"–আত–তওবাঃ৩৩

www.amarboi.org

পূর্ন ও স্থায়ী আইন

আল্লাহ্‌ পাক প্রত্যেক দিক থেকেই শরীয়াতকে পূর্ণ করে স্থায়ীভাবে নাযিল করেছেন। ইরশাদ করা হয়েছেঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا- (المائده: ٣) ـ

"আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করেছি, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিয়েছি।"–আল–মায়েদাঃ ৩

এবং

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍمِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ- (احزاب : ٤٠) ـ

"হে মানুষেরা! মুহাম্মাদ (স) তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।"–আহযাবঃ ৪০

এই আয়াত থেকে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর সর্বশেষ নবী এবং তার প্রদত্ত শরীয়াত সকল দিক থেকে পূর্ণ এবং প্রত্যেক যুগের জন্য তার ওপর আমল করা অবশ্য করণীয় কাজ। শরীয়াতের আহকামের ওপর চিন্তা–ভাবনা করলেও বুঝা যায় যে, তা সকল ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত। তার ওপর আমল করে ব্যক্তি জীবন সুন্দরভাবে গঠন করা যায়। প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনও পরিচালনা করা যায় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াদিও মীমাংসা করা যায়।

ইসলামী আইন কোন এক সময়, কোন এক যুগে অথবা কোন এক কালের জন্য নয়। বরং তা বিশ্বের প্রত্যেক সময় প্রত্যেক যুগ এবং প্রত্যেক কালের জন্য পথের আলোকবর্তিকা। শরীয়াতের বিধি–বিধান এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যে, সময় অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে তার সজীবতায় কোন কমতি আসে না এবং পরিবর্তিত অবস্থার প্রভাবে তার মৌলিক বিধানে কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হয় না। এই আইন–কানুন এত সর্ব ব্যাপক ও সার্বজনীন যে, কোন নতুন পরিস্থিতি তার সীমার বাইরে থাকতে পারেনা।

www.amarboi.org

পূর্বের আলোচনায় ইসলামী শরীয়ত রচনার পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমরা মানব রচিত আইনের দিকে আসছি। এসব আইন মানুষেরই একটি দল রচনা করে। আর এসব মানুষ সকল মানবিক দুর্বলতায় পূর্ণ। এ দুর্বলতার ভিত্তিতে তাদের রচিত আইন পরিবর্তিত অবস্থার অধীন বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। তার সীমাসমূহ মানুষের প্রয়োজনের চাপে ব্যাপক হয় এবং এই ক্রমবিকাশের ধাপসমূহ দলটির জ্ঞান ও চিন্তার উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এসব আইনের উৎস যেহেতু বিভিন্ন মানবিক মস্তিষ্ক। আর এই মানবিক মস্তিষ্কই তা কাটছাঁট এবং প্রয়োজন অনুসারে ঢালাই করা ও পরিস্থিতিকে সামনে রেখে পরিবর্তন সাধন করে। এ জন্য আমরা তাকে সম্পূর্ণরূপে মানব রচিত বলতে পারি।

আইনবিদদের মত অনুযায়ী এই আইন পরিবার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল। গোত্রের ধারণা সৃষ্টির সাথে সাথে তা আরো এক ধাপ অগ্রসর হয় এবং রাষ্ট্র গঠিত হওয়ায় তা এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দে এই আইন দর্শন এবং সামাজিক আদর্শের কাঁধে সওয়ার হয়ে নিজের ক্রমবিকাশের শেষ পর্যায়ে প্রবেশ করে। এমনিভাবে মানব রচিত আইন প্রথম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত অসংখ্য বিপ্লবের সম্মুখীন হয় এবং বর্তমানে তার মূল এমন নীতি ও আদর্শের ওপর স্থির রয়েছে যা তার প্রারম্ভিককালে তার রচয়িতারা ধারণাও করতে পারেনি।

প্রকৃতিগত পার্থক্য

শরীয়ত এবং আইনের মধ্যে উপরে উল্লিখিত পার্থক্যকে সামনে রেখে একথা নির্ভয়ে প্রত্যাখ্যান করা যায় যে উভয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। শরীয়তের স্বভাব বা প্রকৃতি আইনের প্রকৃতির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

শরীয়তের প্রকৃতি যদি আইনের প্রকৃতির মতো হতো তাহলে যে স্থানে আজ তার অবস্থান তা কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। বরং আইনের মত পরিস্থিতির শিকার হয়ে থাকতো। শরীয়তেরও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নতুন আদর্শ তালাশ করতে হতো এবং পরিস্থিতির মোকাবিলায় সে অনেক পেছনে থেকে যেতো।

পার্থক্যের কারণ

এটা আমরা স্পষ্ট করেই বলেছি যে, শরীয়ত এবং আইন মৌলিকভাবেই ভিন্ন ধরনের। উভয়ের এই পার্থক্য তিনভাবে খুব ভালো করে জানা যায়।

www.amarboi.org

প্রথমতঃ শরীয়ত আল্লাহর তরফ থেকে নাযিলকৃত। পক্ষান্তরে আইন মানব চিন্তার ফসল এবং উভয়ের মধ্যে তাদের রচয়িতাদের গুণাবলী সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী। আইন মানুষের দুর্বলতা, নিরুপায় অবস্থা এবং চেষ্টাহীনতার আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। এ জন্য বারবার তা রদবদলের শিকার হয়। যেই কোন অনাকাংখিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সেই তাকে এক নতুন বিপ্লবের মুখোমুখি হতে হয়। আরো স্পষ্ট ভাষায় হয়তো একথাও বলা যায় যে, আইন সব সময় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তা অতীতের ওপর হয়তো হুকুম দিতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রশ্নে কোন ফায়সালা শুনাতে পারে না। পক্ষান্তরে শরীয়তে আল্লাহর কুদরতের কামালিয়াত ও মহানত্ব এবং সর্ব ব্যাপকতা সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট। শরীয়ত রচনাকারী, সর্বজ্ঞান এবং সর্বজ্ঞানী। এজন্য তিনি বর্তমান ছাড়া ভবিষ্যতের গ্রন্থিও উম্মোচন করতে পারেন।

আইনের ওপর শরীয়তের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠত্ব এই দিক থেকে যে আইনের মৌলিক নীতি হলো সাময়িক। প্রথমে দলের অস্তিত্ব লাভ ঘটে। অতপর আইন রচনা করা হয় অথবা বেশী কিছু এও হতে পারে যে দল গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আইন তৈরী হয়। কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় সে পুনরায় পিছনে পড়ে যায়। তার নতুন গঠন তত দ্রুত সম্পন্ন হয় না যত দ্রুত দল বিপ্লবকে গ্রহণ করে।

শরীয়ত এবং আইন এই দিক থেকে সমান যে উভয়ের লক্ষ্যই মানব সমাজকে সংগঠিত করা। কিন্তু লক্ষ্য একই ধরনের হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের নীতিমালা এবং কর্মপদ্ধতিতে আসমান-যমীন পার্থক্য রয়েছে।

শরীয়তের নিয়ম-কানুনে এতো ব্যাপকতা ও সার্বজনীনতা পাওয়া যায় যে, তা সমাজে সংঘটিত বিপ্লব, পরিবর্তিত প্রয়োজনীয়তা এবং অতিক্রান্ত সময়ের সম্পূর্ণরূপে সমর্থন দিতে পারে।

শরীয়তের নীতিমালা এত উন্নত ও উত্তম যে সে যেকোন যুগ বা সময়ের দাবী পূরণে সক্ষম। শরীয়তের সার্বজনীনতা যেন ব্যাপকতার চরম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে এবং পূর্ণ উন্নয়নের শেষ ধাপ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

দুনিয়ায় শরীয়তের আগমনকাল তেরশ' বছরেরও বেশী। এই সময়ে অসংখ্যবার পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। শিল্প উন্নয়নের ধাপ এতো বেশী অতিক্রম করে গেছে যে মানবজাতি তা ধারণা করতে পারেনি। পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং বর্ধিত প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য

২

www.amarboi.org

আইনের কাঠামোকে এত বেশী পরিবর্তন করতে হয়েছে যে, তেরশ' বছর পূর্বের আইনের সঙ্গে কোন সম্পর্কই আর থাকেনি। পক্ষান্তরে শরীয়ত সমাজের প্রয়োজনাবলী ইতিহাসের সকল যুগেই খুব ভালোভাবেই পূরণ করেছে এবং মানবতার আত্মিক শান্তি সব সময় তার নীতিমালা বাস্তবায়নেই সম্ভব হয়েছে। প্রতিটি অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষই শরীয়তের প্রশ্নে ইতিহাসের এই সাক্ষ্য অবলোকন করে থাকবে। শরীয়তের স্থায়িত্বের ব্যাপারে তা থেকে বেশী বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য শরীয়তের নিজস্ব বাক্যেই রয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَشَاوِرْ هُمْ فِيْ الْاَمْرِ - (ال عمران :٣٨) ـ

"এবং দ্বীনের কাজে তাদেরকেও পরামর্শের অংশীদার বানাও।"

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ - (الشورى :٣٨) ـ

"তারা [মুসলমান] নিজেদের কার্যাবলী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে চালিয়ে থাকে।"

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -

(المائده :٢) ـ

"নেক ও খোদাভীতিপূর্ণ কাজে তাদের সকলের সঙ্গে সহযোগিতা কর এবং গুণাহর কাজে কাউকে সহযোগিতা করো না।"

নবী করিম [সাঃ] বলেছেনঃ

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِى الْاِسلَامِ – ـ

"ইসলামের দৃষ্টিতে ক্ষতি করা ও ক্ষতি স্বীকার আইন সম্মত নয়।"

উপরে উল্লেখিত বাক্যগুলো পারস্পরিক পরামর্শের ওপর জোর দিয়ে থাকে। এই কর্মপদ্ধতি অবলম্বনে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন ব্যাপারে সিদ্ধান্তের সময় ভুল ও ক্ষতির সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।

এ জন্য আমরা বলে থাকি যে শরীয়তের ওপর বিজয়ী হওয়া মানুষের সাধ্যাতীতব্যাপার।

তৃতীয়তঃ শরীয়তের কাজ হলো মানব সমাজ গঠন এবং তা সুসংগঠিত করন। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সে ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে একটি

www.amarboi.org

দৃষ্টান্তমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যোগ্য বানিয়ে থাকে। এই দুনিয়ায় আগমনের সময়ই শরীয়তের বিধি বিধান অন্যান্য সব আইন থেকে শ্রেষ্ঠ ছিল এবং আজ চৌদ্দশ' বছর অতিক্রম হওয়ার পরও তার ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্যে কোন কমতি হয়নি এবং মানব সমাজ আজ পর্যন্ত তার হাকীকত সমূহ সন্তরণ করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে মানুষ তার যোগ্য ছিলই না। এজন্য আল্লাহ পাক এই কাজ নিজের দায়িত্বে নেন এবং মানব সমাজ যাতে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে পারে সে জন্য এই শরীয়তের আকারে সর্বোত্তম কর্মসূচী দিয়েছেন।

অন্যদিকে আইন শুধু সৃষ্ট একটি দলকে সুশৃংখল রাখার জন্য প্রণয়ন করা হতো। দল গঠনে তার কোন অংশ থাকতো না। অর্থাৎ দল প্রথম গঠন হতো এবং আইন পরে রচিত হতো। এই অবস্থায় আইন আবশ্যিকভাবে দলের অনুগত থাকতো। কিন্তু আধুনিক যুগ আইনকে দল সংগঠনের সাথে সাথে গঠনের জন্যও ব্যবহার করছে। ঘটনাটা এমন যে, মানুষ তেরশ' বছর অতিক্রমের পর আজ সেই স্থানে পৌঁছলো যেখান থেকে শরীয়ত নিজের যাত্রা শুরু করেছিল।

শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্ব

উপরের আলোচনায় আমরা এই উপসংহারে দেখছি যে, শরীয়ত নিম্ন বর্ণিত কারণে আইন থেকে শ্রেষ্ঠ।

১. চরমোৎকর্ষতাঃ ইসলামী শরীয়তে সকল মৌলিক নীতি ও আদর্শ রয়েছে। এই নীতি এবং আদর্শ একটি পূর্ণ সংবিধানের জন্য প্রয়োজন হতে পারে। বর্তমানে ও ভবিষ্যতের সমস্যা সমাধানে তার নতুন আদর্শ ও নীতিমালর প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে আইনে এই বৈশিষ্ট্য নেই এবং নতুন সমস্যার জন্য তাকে নতুন নতুন নীতি প্রণয়ন করতে হয়।

২. সুউচ্চতাঃ শরীয়তের বৈশিষ্ট্য হলো তার নিয়ম নীতি মানব রচিত আইন থেকে সব সময় উন্নত উঁচু মর্যাদায় সম্পন্ন রয়েছে এবং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মানব রচিত আইন যতই উন্নতি সাধন করুক শরীয়তের সুউচ্চতায় তা কখনো পৌছতেপারবেনা।

৩. স্থায়িত্বঃ শরীয়ত স্থায়িত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত। শতাব্দীর পর শতাব্দী, অতিবাহিত হওয়ার পরও আজ পর্যন্ত তাতে কোন ধরনের পরিবর্তনের প্রয়োজন

www.amarboi.org

হয়নি এবং ভবিষ্যতেও তার কর্ম নিপূণতার কোন ঘাটতি পরিলক্ষিত হওয়ার আশংকা নেই।

শরীয়তের কর্ম পদ্ধতি

সকল কিছু সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য শরীয়তের আগমন ঘটেছে এবং সকল মানুষের বা মানব সমাজের দায়িত্ব হলো সে দুনিয়া ও পরকাল উভয় ব্যাপারে তার থেকে সিদ্ধান্ত নেবে। শরীয়ত বর্তমানের আইনের মত প্রত্যেক খন্ডিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হয়নি। বরং অখন্ড বস্তু নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যখনই কোন খন্ডিত বিষয় আসে তখনই সংশ্লিষ্ট অখন্ড বস্তু থেকে তার ফায়সালা লাভ করাযায়।

এই অখন্ডত্বকে শরীয়তের বুনিয়াদ সমূহে ঢুকিয়ে আইনের একটি অবকাঠামো তৈরী করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ইসলামী সমাজের প্রস্তাবিত ইমারতের পুরো নকশা সামনে আসে। তার সাথে সাথে এমন কিছু মাধ্যম বলে দেয়া হয়েছে যা দিয়ে ঐ ইমারাতকে মজবুত বানানো যায় এবং সেই বুনিয়াদ বা ভিত্তি সমূহের ওপর দেওয়াল ওঠানো ও সেই অবকাঠামো অনুযায়ী ইমারত তৈরীর কাজের দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর নেতৃবৃন্দের ওপর অর্পন করা হয়েছে। শাসকদের কর্তব্য হলো যে, তারা মুসলিম সমাজে এই ধরনের ইমারত তৈরী করে দেবেন।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী শরীয়ত যে সকল বৈশিষ্ট্যের ধারক সেই সকল বৈশিষ্ঠ্য কায়েম রাখার জন্য শুধু এই কর্মপদ্ধতি কার্যকর হতে পারতো। শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার দাবী হলো যে, শরীয়ত মানব জীবনে উদ্ভূত সকল ধরনের সমস্যার ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করে দেবে। যাতে সেই আলোকে মানুষ নিজের জীবনের গাড়ী সঠিক পথে চালাতে পারে। এই পথে চলায় জনগণের মধ্যে কল্যাণ বিকশিত হয় এবং ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ইনসাফ, সমতা এবং পারস্পরিক সহানুভূতির বিস্তার লাভ ঘটে।

নেতৃত্ব ও আইন প্রণয়ন

শরীয়ত শাসকদেরকে আইন প্রণয়ন প্রশ্নে সীমাহীন অধিকার প্রদান করেনি। বরং তাদের ওপর এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, তাদের প্রণীত সকল আইন শরীয়তের নীতিমালা অনুযায়ী হওয়া উচিত এবং শরীয়তের চেতনা তার মধ্যে

www.amarboi.org

পূর্ণভাবে ক্রীয়াশীল থাকতে হবে। । এই শর্তাবলী আরোপের পর শাসকদের অধিকার শুধু দুই ধরনের আইন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

১. জারীকৃত আইনঃ এই সকল আইনের লক্ষ্য হলো, জনগণকে দিয়ে শরীয়তের নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন করানো। এ ধরনের আইন সমূহকে সেই সকল বিল এবং প্রস্তাবসমূহের সমর্থক আখ্যায়িত করা যায় যা বিভিন্ন সরকারী মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী স্ব–স্ব মন্ত্রণালয়ের সীমা পর্যন্ত সংবিধানের ধারাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংসদে পেশ করেন এবং তা পাস করান।

২. প্রশাসনিক আইনঃ জনগণের সমস্যার গ্রন্থি মোচন, তাদের প্রয়োজনাবলী পূরণ এবং দেশের আইন–শৃংখলা বহাল রাখার জন্য এই ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়।

এই সকল ব্যাপারে কোন স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়নি। শুধুমাত্র এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, এসব লক্ষ্যের অধীন আইন প্রণয়নের সময়ও এ কথা সম্পূর্ণরূপে খেয়াল রাখতে হবে যে, কোন নির্দেশ যেন শরীয়তের চেতনার সঙ্গে সংঘর্ষশীল না হয়।

সীমালংঘন

এ কথা স্থিরিকৃত যে, শাসক গোষ্ঠীর কাজ শুধু তখনই সঠিক বলে স্বীকার করা হবে যখন তারা নির্ধারিত সীমা মেনে চলবেন। যদি তাঁরা সীমা লংঘন করেন তাহলে তাদের সকল কাজ ভুল ও বাতিল বলে গণ্য হবে। আইন যদি শরীয়তের দলিলের আলোকে প্রণয়ন করা হয়, তাহলে জনগণ শরীয়ত অনুযায়ী তা মানতে বাধ্য থাকবেন আর যদি আইন প্রণয়নের সময় শরীয়তকে উপেক্ষা করা হয়, তাহলে জনগণ তা মানতে বাধ্য নন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ - فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -

(النساء: ٥٩)

"হে ঈমানদার লোকেরা, আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং সেইসব লোকেরও যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্ব সম্পন্ন। অতপর

www.amarboi.org

তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মত বৈষম্যের সৃষ্টি হয় তবে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।"

এবং

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْئٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ - (الشورى : ١٠) ـ

"তোমাদের মাঝে যে ব্যাপারে মতভেদের সৃষ্টি হয়, তার ফায়সালা করা আল্লাহরই কাজ।"

নিজের আনুগত্যের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক আমাদেরকে রাসূলে করিম (সাঃ) ও কর্তৃত্বশালী বা সামগ্রিক দায়িত্ব সম্পন্ন লোকদের আনুগত্য করার নির্দেশও দিয়েছেন। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ [সাঃ] এবং কৃর্তত্বশালী ব্যক্তিদের আনুগত্য তাদের নিজস্ব কোন ফরমানের মাধ্যমে আমাদের ওপর আবশ্যিক কেন করা হয়নি। বরং আল্লাহর হুকুমে আবশ্যিক হয়েছে। এজন্য কোন কৃর্তৃত্বশালী ব্যক্তি যদি আল্লাহর সীমার বাইরে পা রাখেন তাহলে তার সিদ্ধান্ত ভুল হবে এবং তার আনুগত্য নিশ্চিতভাবে আইনানুমোদিত হবে না।

রাসূলুল্লাহ [সাঃ] এই ব্যাপারে এভাবে জোর দিয়ে বলেছেন।ঃ

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ـ

"স্রষ্টার নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা নিশ্চিতভাবে বে-আইনী কাজ।"

انما الطاعة فى المعروف - ـ

এবং [শাসকবর্গের] "আনুগত্য শুধু ভালো কাজে বৈধ।"

শাসকবর্গ ও নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে নির্দিষ্ট করে রাসুলে করিম (সাঃ) বলেছেনঃ

من امركم منهم بمعصية فلا سمع ولا طاعة ـ

"তাদের মধ্যে যদি কেউ তোমাদেরকে খোদার নাফরমানীর নির্দেশ দেয়, তাহলে না তার কথা শোনো, না তার আনুগত্য কর।"

কর্তৃত্বশালী ব্যক্তিবর্গ এবং সীমার বন্ধন

গত একশ' বছর ধরে মুসলমান দেশসমুহের শাসকগোষ্ঠী স্ব-স্ব দেশে যেসব আইন জারি করে চলেছেন তার বিন্যাস ও সম্পাদনায় বেশীর ভাগ পথপ্রদর্শনই

www.amarboi.org

ঘটে ইউরোপীয় আইন থেকে। এ জন্য তার আবশ্যিক ফল হিসেবে ওয়াকফ, শাফায়াহ এবং কতিপয় ব্যাপার ছাড়া সকল সাংবিধানিক, ফৌজদারী, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সেই সকল আইনের অনেক দফা হুবহু নকল করা হয়েছে।

যদিও এটা বলা যায় যে, এসব দফার একটি অংশ শরীয়তের সঙ্গে সংঘর্ষশীল নয়। কিন্তু এটাও না মেনে উপায় নেই যে ঐসব আইনের অনেকগুলো দফা ইসলাম শরীয়তের আহকামের সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন ইউরোপীয় আইন যিনা ও শরাব বৈধ করেছে কিন্তু শরীয়ত তাকে নিশ্চিতভাবে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে।

ইসলামী দেশসমূহে ইউরোপী আইন কেন?

কিছু লোকের ধারণা, ইসলামী দেশসমূহের নেতৃবৃন্দ ইউরোপীয় আইনের আঁচলে এ জন্য আশ্রয় নিয়েছেন যে, ইসলাম তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেনি। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। তার প্রকৃত কারণ হলো যে, এ সব শাসক শরীয়তকে পড়েই দেখেননি। কেননা ইসলামী শরীয়ত প্রদত্ত নীতি, আদর্শ এবং আহকাম এমন শানদার যে, তা যদি সঠিক বিন্যাসের সাথে একত্রিত করা হয়, তাহলে একটি সংক্ষিপ্ত আদর্শ আইন তৈরী হয়ে যায়। আমি পূর্ণ আস্থার সঙ্গে বলতে পারি যে, যদি এই আইন তৈরী করে নেয়া হয় তাহলে অমুসলিম দেশসমূহও বর্তমান বংশ শেষ হওয়ার পূর্বেই নিজেদের সংবিধান বা আইনকে অকেজো হিসেবে আখ্যায়িত করে ইসলামী শরীয়তের ঝুলিতেই এসে পড়বে।

পাশ্চাত্য পূজার প্রধান কারণ হলো পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদ, ইউরোপীয় প্রভাব এবং মুসলমান অলেমদের হিম্মত হীনতা। ভারত ও উত্তর আফ্রিকার মত দেশসমূহের এই আইন রাষ্ট্রীয় শক্তির মাধ্যমে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং মিসর ও তুরস্কের দুর্বল সরকারের ফায়দা উঠিয়ে এসব আইন বহির্বিশ্বের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে চালু করা হয়।

ইতিহাস বলে যে, মিসরে এই আইনের আগমন ঘটেছিল খাদিব ইসমাইলের শাসনামলে। খাদিব চেয়েছিলেন যে, দেশের আইন শরীয়ত ভিত্তিক হবে। তিনি আল-আজহারের আলেমদের নিকট শরীয়তের অলোকে একটি সংক্ষিপ্ত আইন তৈরী করে দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা নিজেদের অহেতুক গোঁড়ামী এবং অনুদার দৃষ্টিভংগির কারণে সে কাজ করেননি। সকলেই স্বস্ব মাসলাক বা মত

www.amarboi.org

সংরক্ষণকেই ফরযে আইন মনে করেছিলেন এবং শরীয়তী আইন বাস্তাবায়নের একটি সর্বোত্তম সুযোগ এই গোঁড়ামীর জন্য হাতছাড়া হয়ে যায়। এই কৃতকর্মের জন্য পরবর্তীতে তাঁরা পস্তিয়েছেনও। কিন্তু ইংরেজ চিড়িয়াদের কাজ শেষ হওয়ার পর আর কি হতে পারে। আমি মনে করি যে, আমারও নিজের মত নির্ভিকভাবেই প্রকাশ করা উচিত। যেসব মুসলিম দেশে ইউরোপী আইন জারি রয়েছে সেখানকার জনগণও কখনো ইসলামী শরীয়তকে বাতিল করার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন না। আমার নিজের এই মতের পক্ষে আমি মিসরের ১৮৮৩ সনের দন্ডবিধি আইন পেশ করছি। এই আইনের প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছেঃ

"অপরাধীর শাস্তি প্রদান সরকারের আবশ্যিক কর্তব্য। কেননা এ ধরনের তৎপরতায় শান্তি ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটে। এমনিভাবে সরাসরি সরকারের বিরুদ্ধে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হবে সে ব্যাপারে নোটিশ নেয়া সরকারের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত মনে করতে হবে। বস্তুত শরীয়তের নীতিমালার আলোকে সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। তবুও, শরীয়তে ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার্থে যেসব অধিকার নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে তাতে বাধা আরোপ করতে দেওয়া হবে না।"

মিসরীয় আইনের এই ধারা তুর্কী আইনের ১৮৫২-৬-৫ থেকে গৃহীত হয়েছে।

নিজের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে এ কথা বলতে আমার কোন সংশয় নেই যে, মুসলমান দেশসমুহের নেতৃবৃন্দের অন্তরে কখনো এ ধারণার উদ্রেক হয়নি, যে, তাঁরা ইসলামী শরীয়তের বিরোধিতা করবেন। বলা যেতে পারে যে, এই যদি অবস্থা হয় তাহলে মিসর দেশে শরীয়ত বিরোধী আইন কি করে জারি রয়েছে এর জবাবে আমি বলবো যে তার কারণ হলো, এ সব দেশের জন্য আইন রচয়িতা ছিলেন ইউরোপীয়। যদি ইউরোপীয়রা নাও থেকে থাকে তাহলে এমন মুসলমানরা ছিলেন যারা মানব রচিত আইন পাঠে সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু ইসলামী শরীয়তের ওপর একবারও দৃষ্টি নিক্ষেপ করেননি।

শরীয়ত ও আইন—বাস্তবায়নের দিক থেকে

ইসলামী দেশসমূহে মানব রচিত আইন এজন্য প্রচলিত হয় যে, সেসব আইন অনুযায়ী ফয়সালা করানোর জন্য স্থায়ী পৃথক আদালত কায়েম করা হয় এবং এসব আদালতের প্রধান হিসেবে এমন লোকদেরকে নিয়োগ করা হয়, যারা হয়

www.amarboi.org

ইউরোপীয় ছিল অথবা তারা এমন ছিল যারা মানব রচিত আইন ঠিকই পড়তো, কিন্তু শরীয়ত সম্পর্কে কোন খবরই রাখতো না। এসব শুধু মানব রচিত আইনের অধীনই সিদ্ধান্ত দেওয়া হতো। সুতরাং শরীয়ত সম্পূর্ণ অকেজো.হয়ে রলো।

এছাড়া এমন কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠা করা হলো যাতে শুধু এসব অইন পড়ানো হতো। শরীয়ত সম্পর্কে যদি কিছু পড়ানোর কষ্ট স্বীকারও করা হতো তাহলেও তা শুধু ওয়াকফের মত প্রভাবহীন বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো। সুতরাং শরীয়তকে চরম নিরাশামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। কেননা সেই সকল আইনবিদ যাদেরকে সভ্য ও সংস্কৃতিবান শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা হতো তারা ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে সম্পূরূপে অনুপোযোগী এবং তার দাবী সম্পর্কে পূর্ণ অজ্ঞ থাকতো। মুসলমান আইনবিদদের এই অবস্থার ফলশ্রুতিতে যদি কোন আইনে শরীয়তের কিছু ধারা সন্নিবেশীত হয়েও যেতো তবুও তার ব্যাখ্যা এমনভাবে করা হতো যা মানব রচিত আইনের অভিপ্রায়ই বাস্তবায়িত হতো।

উদাহরণ স্বরূপ মিসরের দন্ডবিধি আইনে লিখিত আছে যে, এই আইন শরীয়াত নির্ধারিত মৌলিক মানবিক অধিকারে কোন হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু সেই দফা আইনে মওজুদ থাকা সত্ত্বেও আইনবিদরা জানেন না যে, শরীয়াতের নির্ধারিত মৌলিক মানবিক অধিকার কি! বরং তা জানার জন্য তারা ফরাসী আইনসমূহের ওপর নির্ভর করে থাকেন। তার দু'টি কারণ রয়েছেঃ

১. তারা শরীয়াতের আহকাম এবং দাবী সম্পর্কে অজ্ঞ।

২. নিজেদেরকে ফরাসী আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার কূপ থেকে বাইরে আনতে প্রস্তুত নন। এসব ব্যক্তি শুধু সেই বস্তুকে বৈধ মনে করেন যা এসব আইন বৈধ আখ্যা দিয়েছে এবং যাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে তা তাদের নিকট হারাম হয়ে যায়।

শরীয়াতের ওপর আইনের আদর্শিক প্রভাব

মানব রচিত আইন শরীয়াতকে যদিও অকেজো করে দিয়েছে তবুও আদর্শিক দিক থেকে সে তার ওপর নিশ্চিতভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

শরীয়াত এবং আইনের সর্বসম্মত মৌলিক নীতি হলো যে, কোন আইনকে তার মত মজবুত এবং তার থেকে বেশী শক্তিশালী দফাই বাতিল করতে পারে।

www.amarboi.org

অর্থাৎ যে শক্তি বাতিলের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিতে চায় তার ক্ষমতা প্রথম শক্তি থেকে বেশী ব্যাপক হওয়া চাই। অথবা কমপক্ষে তার সমান তো হতে হবে।

এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে শরীয়াতের কোন হুকুমকে শুধুমাত্র কুরআন ও হাদীসেই বাতিল করতে পারে। কিন্তু রসূলের [সঃ] পর ওহী বন্ধ হয়ে গেছে এবং এই দুনিয়া থেকে তার ওফাতের পর কোন নতুন নবুয়াতের কোন প্রশ্নই সৃষ্টি হতে পারে না। এটা বলা কতখানি ঠিক যে, আমাদের শাসকদের রচিত আইনসমূহ কুরআন ও সুন্নাহর সমান হতে পারে। ঠিক কথা তো হলো এই যে, তাদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহ ও তার রসূলের [সঃ] রচিত আইন জারি এবং তা বাস্তবায়নের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। আইন প্রণয়নের প্রকৃত অধিকার শুধু আল্লাহ ও তার রসূলের [সঃ] রয়েছে এবং তার সিলসিলাও ওহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শেষ হয়ে গেছে।

শরীয়তের সঙ্গে সংঘর্ষশীল আইন

মানব রচিত কোন আইন যদি শরীয়াতের সঙ্গে সংঘর্ষশীল হয় তাহলে তা উপেক্ষা করে শরীয়াতের ওপর আমল করা ফরয। কেননাঃ

১. শরীয়াতের আহকাম স্থায়ী ও অটল এবং কোন সময়ই তা নাকারাহ বা অকেজো হয় না। অর্থাৎ তা আইনের দফাসমূহ থেকে বেশী মজবুত।

২. শরীয়াতের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী তার সংঘর্ষশীল প্রত্যেক বস্তুই বাতিল এবং তা বাস্তবায়ন করা নিশ্চিতভাবে নিষিদ্ধ।

৩. শরীয়াতের বিরুদ্ধে রচিত আইনসমূহ নিজেদের কর্তব্য পালনে অক্ষম হয় এবং নিজেদের লক্ষ্যে পূর্ণরূপে পৌছতে পারে না। স্পষ্ট কথা হলো যে, আইন যদি নিজের কর্তব্য পালন করতে না পারে তাহলে তার অস্তিত্বের কোন বৈধতা অবশিষ্ট থাকেনা।

কর্তব্য পালনে অসহায়ত্ব

মানুষ যখন নিজের জন্য আইন প্রণয়ন করে তখন তার সামনে থাকে যে এই আইন সমাজকে সুশৃংখল এবং শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিগত দিক থেকে জনগণের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো, তাদের চিন্তাধারা,

www.amarboi.org

মানবিক চরিত্র এবং দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষা করা। ইসলামী দেশসমূহে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের আকীদা-বিশ্বাস ইসলামের ভিত্তিতে গঠিত এবং এসব দেশে তারই ভিত্তিতে সমাজ সংগঠন করা প্রয়োজন। কিন্তু সেসব দেশে প্রচলিত আইনের বেশীর ভাগই শরীয়াত থেকে দূরে থেকে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তার পটভূমিতে কোন সুন্দর ভিত্তি এবং কোন ভালো লক্ষ্য কার্যকর ছিল না।

ইসলামী ব্যবস্থার লক্ষ্যসমূহ ও আহকাম সম্পর্কে এই সামান্য অবহিত হওয়ার পর আমাদের জন্য এটা বুঝা সহজ হয়ে যায় যে, যেসব আইন পাশ্চাত্য জগতের জনগণের কল্যাণ ও সাফল্য এবং শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য রচিত হয় সেই আইনই যখন ইসলামী দেশসমূহে পৌছে তখন মুসলমানদের জন্য সমস্যা ও মুসিবতের এক ভয়ংকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। এই কারণেই এসব দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তা গ্রহণ করে না এবং ঘটনা অসন্তুষ্টি ও অশান্তি ছাড়িয়ে ফিতনা-ফাসাদ পর্যন্ত গিয়ে পৌছায়। এজন্য ইসলামঃ

১. কোন মুসলমানকে শরীয়ত ছাড়া অন্য কোন আইনকে নিজেদের বিধিবদ্ধ আইন হিসেবে গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করে না। ইসলাম প্রতিটি সেই বস্তুকে নিশ্চিতভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ আখ্যায়িত করে যাতে শরীয়াতের দফাসমূহ, তার সূচনাসমূহ এবং আইন প্রণয়নের নির্ধারিত পদ্ধতির সঙ্গে সামান্য পরিমাণও সংঘর্ষশীল হয়। আল্লাহ এই পরিস্থিতিকে দু' ধরনের বানিয়েছেন।

ক) আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য।

খ) নফসের অভিলাষের আনুগত্য।

এবং সুন্নতে রসূলের [সঃ] বিরুদ্ধে প্রতিটি কাজকে নফসের অভিলাষের আনুগত্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহর ইরশাদ হলোঃ

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ - (القصص: ٥٠) ـ

"এখন তারা যদি তোমার এই দাবী পূরণ না করে, তা হলে বুঝে নিও যে, তারা অসলে নিজেদের লালসা-বাসনার অনুসারী। আর সেই ব্যক্তি আল্লাহর হেদায়াত ব্যতীত শুধু নিজের লালসা-বাসনার অনুসরন করে চলে?"
-আল-কাছাছ ঃ ৫০

www.amarboi.org

আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ- اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا- وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ- وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ -

"তারপর যখন হে নবী, আমরা তোমাকে দ্বীনের ব্যাপরে এক সুস্পষ্ট উজ্জ্বল রাজপথের [শরীয়াত] ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতএব, তুমি তার ওপরই চলতে থাকো এবং সেই লোকদের ইচ্ছা–বাসনার অনুসরণ করো না, যাদের কোন বিষয়ে ইলম নেই। আল্লাহর মুকাবিলায় তারা তোমাদের কোন কাজেই অসতে পারে না। যালেম লোকেরা পরস্পরে সঙ্গী–সাথী। আর মুত্তাকী লোকদের সাথী হলেন আল্লাহ।" –আল–জাছিয়া ঃ১৮–১৯

এবং

اِتَّبِعُوْا مَااُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْامِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ - (الاعراف :٣) ـ

হে লোকেরা! তোমাদের আল্লাহর তরফ হতে তোমাদের প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, মেনে চলো এবং নিজেদের রবকে বাদ দিয়ে অপরাপর পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ–অবলম্বন করো না। কিন্তু তোমরা উপদেশ খুব কমই মেনে থাকো।" –আল আ'রাফঃ ৩

২. আল্লাহ কোন মুসলমানকে এই অনুমতি দেননি যে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত করবে এবং নিজের কোন ব্যাপারে আল্লাহর থেকে দূরে সরে গিয়ে তাকে নিজের সিদ্ধান্ত প্রদানকারী হিসেবে স্বীকার করে নেবে। তার নির্দেশতো হলো যে, তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সকল ধরনের সিদ্ধান্তকে রদ করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্যের হুকুমের সামনে মাথা নত করে দেয়াকে আল্লাহ অত্যন্ত দূরের পথভ্রষ্টতা এবং শয়তানের আনুগত্যের সঙ্গে তা'বির করেছেন।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ

www.amarboi.org

مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَـلٰلاً بَعِيْدًا ـ

"হে নবী তুমি কি সেইসব লোককে দেখ নাই যারা দাবীতো করে যে, আমরা ঈমান এনেছি সেই কিতাবের প্রতি যা তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল হয়েছিল, কিন্তু তারা নিজেদের যাবতীয় ব্যাপারে ফায়সালা করানোর জন্য তাগুতের নিকট পৌছতে চায়। অথচ তাদেরকে তাগুতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ও অমান্য করার আদেশ দেয়া হয়েছিল। মূলতঃ শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সত্য–সঠিক পথ থেকে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়।"
–আন–নিসাঃ৬০

কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর নাযিলকৃত এবং রসূলের [সঃ] পেশকৃত শরীয়াতকে উপেক্ষা করে নিজের কোন মুয়ামিলায় দ্বিতীয় কোন আইনের নিকট ইনসাফ কামনা করে তাহলে সে যেন নিজের মোকাদ্দমাকে তাগুত বা শয়তানের কাছারীতে নিয়ে যায়। এদিক থেকে দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু তাগুতের দলের অন্তর্ভুক্ত যা মানুষ সীমানা অতিক্রম করে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে মা'বূদ ও আনুগত্যের স্থান বানিয়ে নেয়।

৩. ইসলাম কোন পুরুষ ও মহিলা মুমিনকে এমন স্বাধীনতা প্রদান করে না যে তার পসন্দ আল্লাহ ও তার রাসূলের পসন্দ থেকে ভিন্নতর হবে। বলা হয়েছে যে,

مَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ـ (الاحزاب :٣٢) د

"কোন মুমিন পুরুষ ও কোন মুমিন স্ত্রীলোকের এই অধিকার নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুল যখন কোন বিষয়ে ফায়সালা করে দিবেন তখন সে নিজের সেই ব্যাপারে নিজে কোন ফায়সালা করার ইখতিয়ার রাখবে।"–আল– আহ্যাবঃ ৩৬

৪. আল্লাহর নির্দেশ হলো, তার নাযিলকৃত কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করতে হবে। যদি কেউ এই নির্দেশ মানতে প্রস্তুত না থাকে তাহলে আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী সে কাফের, জালেম এবং ফাসেকঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ـ

www.amarboi.org

"এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী ফায়সালা না করে তাহলে সেই হলো কাফের।"

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُوْنَ ـ

(المائده:٣٥)

"এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী ফায়সালা না করে তাহলে সেই হলো জালেম।"

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ـ

(المائده: ٣٧)

"এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী ফায়সালা না করে তাহলে সেই হলো ফাসেক।"

মুফাসসির ও ফকিহদের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত আছে যে, যদি কোন মুসলমান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পিঠ ফিরিয়ে নিজে কিছু আইন তৈরী করে নেয় এবং আল্লাহর নাযিলকৃত কিছু অথবা সম্পূর্ণ হুকুম–আহকামের বিরোধিতা করে তাহলে তার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তসমূহের একটি তার ওপর আরোপিত হয়। এক ব্যক্তি যদি চুরি, অপবাদ, বদকারী অথবা যিনার হুকুম না মানে তাহলে সে কাফের। আর যদি সে ব্যক্তি সেসব হুকুম মানতে অস্বীকার না করে কিন্তু অন্য কোন কারণে সেই অনুযায়ী ফায়সালা বা সিদ্ধান্তও দেয়না তাহলে সে জালেম। যদি সে ফায়সালা দিয়েও ইনসাফ এবং সমতার দাবী রক্ষা না করে তাহলে সে ফাসেক।

৫. অল্লাহ এবং রসূলের ফায়সালা অস্বীকারকারী এবং তার ফায়সালার ওপর যারা বিষন্ন বা দুঃখিত হয় তাদেরকেও বেঈমান বলেছেনঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

(النساء:٦٥)

www.amarboi.org

"না, হে মুহাম্মদ, তোমার রবের নামের শপথ, তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয় ও ব্যাপার সমূহে তোমাকে বিচারপতিরূপে মেনে নেবে। অতপর তুমি যাই ফায়সালা করবে সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না বরং তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেবে।–আন–নিসাঃ ৬৫

৬. সরকার যদি শরীয়ত বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করে তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে সরকারের পক্ষ থেকে সেই আইন জারির নির্দেশ সত্ত্বেও মুসলমান তা মানতে বাধ্য নয়। কেননা আইন প্রণয়নে সরকারের অধিকার সীমিত এবং তার আইন তৈরী করায় কোন হারাম বস্তু হালল হতে পারে না। কোন মুসলমানের এই ধরনের আইন মানা উচিত নয়। তার কর্তব্য হলো এ ধরনের আইনের বিরুদ্ধে পাথরের মত দাঁড়িয়ে যাওয়া। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিটি নির্দেশ মানতে সে বাধ্য নয়। বরং তার আনুগত্য শুধুমাত্র ভালো কাজের মধ্যে সীমিত। আল্লাহর নির্দেশ হলোঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -

"হে ঈমানদার লোকগণ, আনুগত্য কর আল্লহর, আনুগত্য কর রসূলের এবং সেই সব লোকেরও যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্ব সম্পন্ন। অতপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মত বৈষম্যের সৃষ্টি হয় তবে তাকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।" আন –নিসাঃ ৫৯

এবং

وَمَااخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ - (الشورى :٩) ـ

"তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলে তা ফায়সালার ভার আল্লাহর ওপর।"

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ – ـ

"আল্লাহর নাফরমানী করে বান্দার আনুগত্য করা ঠিক নয়।"

www.amarboi.org

তিনি আরো বলেন,

انما الطاعة فى المعروف –

"শুধুমাত্র ভালো কাজের আনুগত্যই ওয়াজিব।"

শাসকদের ব্যাপারে তিনি বলেছেনঃ

من امركم منهم بمعصية فلا سمع له ولاطاعة

"তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি তোমাদেরকে গুনাহর নির্দেশ দেয় তাহলে তার কথা শুনবে না এবং তার অনুগত্যও করবেনা।"

সাহাবায়ে কিরাম, ফুকাহায়ে উম্মাত এবং আয়েম্মায়ে মুজতাহিদিন এ ব্যাপারে ঐকমত্য বা ইজমা পোষণ করেন যে, সরকারের আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত আবশ্যিক যতক্ষণ তার নির্দেশাবলী আল্লাহর নির্ধারিত-সীমার বাইরে না যাবে। শরীয়াতের আহকাম অকেজো করে দেয়া, তার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা এবং যিনা ও শরাবের মত হারাম বস্তুকে হালাল বলা সরাসরি কুফুরী এবং ধর্মদ্রোহিতা। মুসলমানকে কোন মুরতাদ শাসকের আনুগত্য করায় বাধ্য করা হয়নি। উপরন্তু অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে মুকাবিলা করা তার কর্তব্য এবং তার নির্দেশাবলী পালনে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করতে হবে।

৭. ইসলামের নিকট আংশিকতা গ্রহণীয় নয়। ইসলাম কখনো এ কথা স্বীকার করে না যে, কেউ তার নির্দেশাবলীর অংশ বিশেষ মেনে নিক এবং অবশিষ্ট অংশ মানতে অস্বীকার করুক।

কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত এটা সেই নক্সা যার ওপর আমল করার জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং শুধুমাত্র তা বাস্তবায়ন করেই কোন ব্যক্তি সঠিক ইসলামী আদর্শে নিজেকে গঠিত করতে পারে। আমি মনে করি, এ কথা এখন সিদ্ধান্তমূলকভাবেই বলা যায় যে, মানব রচিত আইনসমূহ ইসলামী দেশসমূহে নিজের কর্তব্য পালনে সক্ষম নয়। এটা মুসলমানদের মধ্যে খারাব ও দুষ্কর্ম প্রসারের কারণ হয়ে থাকে এবং তার মাধ্যমে অশান্তি নৈরাশ্য, ফিতনা-ফাসাদের পথ পরিষ্কার হয়।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণী

পরিস্থিতির শিকার শরীয়াত সম্পর্কে বিভিন্ন মুসলমানের জ্ঞানের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। এ দিক থেকে আমরা তাদেরকে তিনভাগে বিভক্ত করতে পারি।

১. অশিক্ষিত শ্রেণী

২. ইউরোপীয় সভ্যতায় রঞ্জিত শ্রেণী।

৩. ইসলামী সভ্যতায় ঐশ্বর্যমন্ডিত শ্রেণী।

এখন আমরা এই তিন শ্রেণী সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিতভাবে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনাকরবো।

১. অশিক্ষিত শ্রেণী

এই শ্রেণীর মানুষ লেখা-পড়া জানে না এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। দুনিয়ায় সংঘটিত ঘনটনাবলী ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের কোন মতামত থাকে না। এসব লোক শরীয়াত বর্ণিত কিছু ইবাদাত পিতা ও পিতামহের দেখাদেখী পালন করে। তাদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়। এবং তা শেখার জন্য খুব কমই চিন্তা করে।

মুসলিম দেশসমূহের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের সম্পর্কই এই শ্রেণীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তারা যে কোন প্রচলিত সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কবুল করে এবং এই গ্রহণ প্রশ্নে ভালো-মন্দের পার্থক্য সৃষ্টিতে মাথা ঘামায় না। তা সত্ত্বেও যেসব ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ তারা জানতে পারে সেসব ব্যাপারে ইসলামের সামনে মাথানত করে দেয় এবং যেসব ব্যাপারে ইসলামের কোন স্পষ্ট নির্দেশ তাদের সামনে স্পষ্ট থাকে না সে সব ব্যাপার তারা ইউরোপীয় সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ে।

এই শ্রেণীর লোকদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে নিজেদের ক্যাম্পে নিয়ে আসা মুসলমান আলেমদের জন্য সহজ ব্যাপার। তারা তাদেরকে এ কথা বোঝাতে পারে যে, পার্থিব জীবনের কোন কাজ ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কহীন নয় এবং তারা সেই

www.amarboi.org

সময় পর্যন্ত পুরো মুসলমানই হতে পারে না যতক্ষণ তাদের পার্থিব জগতও দ্বীনের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়। কিন্তু অধিকাংশ ইসলামী দেশসমূহের আলেমগণ এই দায়িত্ব পালনে গাফিল রয়েছেন এবং তারা এই শ্রেণীর লোকদেরকে জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকার জন্য তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং তারা ইসলাম ছেড়ে বিপথে গমন এবং কোমর পর্যন্ত গোমরাহীতে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মনে করে যে, তারা ইসলাম বর্ণিত পথেই রয়েছে।

২. ইউরোপীয় সভ্যতায় রঞ্জিত শ্রেণী

এই শ্রেণীর বিরাট একটি সংখ্যা ইসলামী দেশসমূহে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং অধিকাংশের সম্পর্ক উচ্চসমাজের সাথে রয়েছে। জজ, উকিল, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, সাহিত্যিক, শিক্ষক, অফিসার এবং রাজনীতিবিদদের অধিকাংশই এই শ্রেণীভুক্ত।

ইসলাম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ততটুকুই থাকে যতটুকু বংশগত একজন জাহেল মুসলমানের থাকতে পারে। ইসলামী শরীয়াতের তুলনায় রোমক ও গ্রীসের প্রাচীন ধর্মসমূহ এবং আধুনিক ইউরোপীয় আইন–কানুন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ব্যাপক এবং গভীর হয়।

তাদের মধ্যে আঙ্গুলে গোনা যায় এমন একটি সংখ্যা এমনও রয়েছে যারা বিভিন্ন শাখা–প্রশাখার মাসয়ালাতে নিজস্ব পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী রাখে। তা সত্ত্বেও তাদের পরিমাণ আটায় লবণের সমান এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গী খুব উঁচু ধরনের।

এই শ্রেণীই বর্তমানে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ওপর ছেয়ে আছে। সমগ্র জাতির বাগডোর তাদের হাতেই নিবদ্ধ। আন্তর্জাতিক বৈঠকাদিতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগও তারাই লাভ করে থাকেন।

দ্বীন থেকে এই শ্রেণীর সীমাহীন দূরত্বে অবস্থান করা সত্ত্বেও ইনসাফের দাবী হলো যে তাদেরকেও দ্বীন পসন্দ বলা যাবে। তাদের অন্তরে ঈমানের শিকড় খুব গভীরে প্রোথিত। নিজেদের জ্ঞান অনুযায়ী ঈমানের দাবী পূরণের প্রচেষ্টাও করে থাকেন এবং যেসব ব্যাপারে তারা অজ্ঞ তা শেখার যোগ্যতাও রাখেন। কিন্তু সাধারণ শরয়ী পুস্তকাদি পাঠে তারা অভ্যস্ত নন। এজন্য তা থেকে তারা উপকৃত হতে পারে না। তার অন্যতম কারণ এই যে, সেসব কিতাব এক হাজার বছর পূর্বের

www.amarboi.org

পদ্ধতিতে রচনা করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি কোন মাসয়ালার কিছু জানতে চায় তাহলে তাকে অভ্যাহতভাবে কয়েকটি অধ্যায় পড়তে হয় এবং কোন সময় মানুষ যখন প্রায় নিরাশই হয়ে পড়ে তখন সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে তার আংশিক বস্তু তার সামনে এসে পড়ে।

কখনো এমনো হয় যে, মানুষ পড়াশুনা ঠিকই করে। তবে, ফিকহী মাজহাবের পরিভাষা এবং মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কে অনবিহত থাকার কারণে কিছু বুঝতে অক্ষম হয়ে পড়ে। আমি এ ধরনের কয়েকজন বন্ধুকে চিনি। যাঁরা শরীয়াত সম্পর্কে পড়াশুনার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কিতাবসমূহের মধ্যস্থ অংশ, নোট ও ব্যাখ্যায় মুশকিলে পড়ে যান। আমি সম্পূর্ণ আস্থার সঙ্গে বলছি যে, তারা যদি আধুনিক পদ্ধতিতে লিখা বই–পুস্তক পান, তাহলে তাঁরা নিজেরাই তা থেকে অনেককিছু গ্রহণ করতে পারবেন এবং অন্যদের জন্যও তা উপকারী বলে বিবেচিত হবে।

শরীয়াত সম্পর্কে এই শ্রেণীর ধ্যান–ধারণা বড় আশ্চর্য ধরনের এবং অনেক ক্ষেত্রে হাস্যাস্পদ। তাদের মধ্যে অনেকে বলে থাকেন যে, ইসলামের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। কেউ কেউ আবার এই সম্পর্ককে স্বীকার করেন। কিন্তু তা আধুনিক যুগের জন্য কার্যকর নয় বলে মনে করেন। এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী এও আছে যে, এই সব হুকুম–আহকাম আধুনিক যুগেও কাজ দিতে পারে। কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্র ও সরকারের অসন্তুষ্টির ভয়ে তা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এক ধরনের ধরণা এও পাওয়া যায় যে, শরীয়াত কুরআন ও সুন্নাহর হিদায়াতের পরিবর্তে ফকিহদের রায়ের সমষ্টি মাত্র।

চিন্তা করলে দেখা যাবে যে এই সব ধ্যান–ধারণার পটভূমিতে দুটি কারণ ক্রিয়াশীলরয়েছেঃ

১. শরীয়াত সম্পর্কে অজ্ঞতা।

২. ইউরোপীয় সভ্যতার গভীর প্রভাব।

উপরিউক্ত শ্রেণীর লোকদের খাহেশ হলো যে, শরীয়তকে মানব রচিত আইনের ওপর দিয়ে চালিয়ে নেয়া।

এই সব ধ্যান–ধারণা ভুল হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো যে, তাদের সকল গ্রুপের মত একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ উল্টো। এক দল এক বস্তুকে মানে এবং

www.amarboi.org

অন্য দল তা অস্বীকার করছে। এখন আমরা সেসব ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে পৃথক আলোচনাকরবো।

রাজনীতির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই

সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত কিছু লোকের দাবী হলো যে, ইসলাম শুধু ইবাদাত পর্যন্ত সীমিত। কিন্তু তাদের নিকট যদি জিজ্ঞাসা করা হয় এ কথাকি কুরআন-হাদীসের কোথায়ও বলা হয়েছে? তখন জবাবে তারা শুধু বোগল চুলকাতে থাকবে। কারণ তাদের এই দাবীর সপক্ষে কোন দলিল নেই। তবে ইউরোপীয় ব্যবস্থাবলী পড়ার সময় তারা পেয়েছে যে, এসব ব্যবস্থার ভিত্তি গীর্জা ও সরকারের মধ্যেকার পার্থক্যের আকারে স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু তারা যদি সামান্য চিন্তা করে তাহলে দেখতে পাবে যে, মানব রচিত আইন ও ইউরোপীয় তামাদ্দুন এখানে দলিল হিসেবে কাজ দিতে পারে না। এখানে যদি কোন অখন্ডনীয় দলিল থাকে তাহলো কুরআন ও সুন্নাহ। এই দলিল যদি দীন ও দুনিয়াকে পৃথক করে দেয় তাহলে বলার কিছু নেই। কিন্তু এখানে যদি দীন ও দুনিয়াকে একত্রিত রাখা হয়, ইবাদাতকে নেতৃত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হয় এবং মসজিদ ও রাষ্ট্র উভয়কেই হেফাজতের দায়িত্ব নেয় তাহলে তাদের দাবী সরাসরি ভুল বলে প্রমাণিত হবে।

কয়েক বছর আগে এক মজলিশে কতিপয় এমন নওজোয়ানের সঙ্গে আমার সাক্ষাত ঘটে যারা ছিলো আইনের ছাত্র। আলাপ-আলোচনার সময় "ইসলাম ও হুকুমাত" এবং "ইসলাম ও আইন"-এ বিষয়েও আলোচনা হয়। তাদের কথায় আমি অনুমান করলাম যে, তারা ইসলামকে রাষ্ট্র ও আদালত থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন মনে করে। আমি তাদেরকে বললাম যে, আইনবিদ হওয়া সত্ত্বেও আপনার এই ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে কোন দলিল দিচ্ছেন না। এসময় তাদের মধ্য থেকে একজন যুবক আমার কথা কেটে বললো যে, আপনি একথার কোন প্রমাণ পেশ করুন যাতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম দীন ও দুনিয়াকে পাশাপাশি রেখেছে। সে পীড়াপীড়ি করে বললো যে এই দলিল বা প্রমাণ-যেন কুরআন থেকে হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হাদীস কি যথেষ্ট হতে পারে না? সে বললো না। ইসলামের দস্তুর বা সংবিধান শুধু কুরআন। আমি তার সঙ্গীদের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। দেখলাম তারাও তাকে সমর্থন করছে। এই অবস্থা দেখে আমি বিস্মিতও হলাম যে, কুরআনের শিক্ষায় অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও এই পবিত্র কিতাবের ওপর তাদের ঈমান কত মজবুত। আমি দুঃখিতও হলাম যে, কুরআনের ব্যাপারে অজ্ঞতা তাদেরকে দুটি সিদ্ধান্তমূলক

www.amarboi.org

বিষয়কে অস্বীকৃতির পর্যায় পর্যন্ত পৌছে দিয়েছে। বিষয় দু'টির একটি হলো, ইসলাম দীন ও দুনিয়ার মধ্যে এক সুন্দরসম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয় বিষয় হলো, কুরআনের মত সুন্নাতও এক সিদ্ধান্তমূলক শক্তি।

এসব যুবক অবহিত ছিলনা যে, পবিত্র কুরআনের মধ্যে হত্যাকারী, ডাকাত, চোর, যিনাকারী এবং মিথ্যা অপবাদ প্রদানকারী সকলের জন্যই স্পষ্ট নির্দেশাবলী রয়েছে এবং আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন যে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ـ

"হে ঈমানদাররা। তোমাদের জন্য হত্যার মামলা সমূহে কিসাসের হুকুম লিখে দেয়াহয়েছে।"–আল–বাকারাঃ ১৭৮

আরো বলা হয়েছেঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلاَّ خَطَأً – وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّ دِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ ـ

"কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করা কোন ঈমানদার ব্যক্তির কাজ হতে পারে না; অবশ্য ভুল–ভ্রান্তি হতে পারে। যে ব্যক্তি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে ভুলবশত হত্যা করবে তার কাফফারা স্বরূপ এক মু'মিন ব্যক্তিকে গোলামী হতে মুক্ত করতে হবে এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে রক্তমূল্য দিতে হবে।"
–আন–নিসাঃ৯২

আরোবলেনঃ

اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلاَفٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ـ (المائده : ٣٣) ـ

"যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের (সঃ) সাথে লড়াই করে এবং যমীনে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি হত্যা কিংবা শূলে

www.amarboi.org

চড়ানো; অথবা তাদের হাত ও পা উল্টা দিক থেকে কেটে ফেলা, কিংবা দেশ হতে নির্বাসিত করা।"–আল–মায়েদাঃ ৩৩

আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا ـ (المائده :٣٨) ـ

"চোর স্ত্রী হোক বা পুরুষ উভয়েরই হাত কেটে দাও।"–আল–মায়েদাঃ ৩৮

এই নির্দেশ রয়েছেঃ

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ـ

"ব্যাভিচারী মেয়েলোক ও ব্যভিচারী পুরুষ–উভয়ের প্রত্যেককেই একশটি কোড়া মার"–আন–নূরঃ২

এবং

وَالَّذِينَ يَرمُونَ المُحصنَاتِ ثُمَّ لَم يَأتُوا بِاَربَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجلِدُوهُم ثَمَانِينَ جَلدَةً –(النور:٤) ـ

"আর যারা পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করবে, তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারবে, তাদেরকে ৮০টি কোড়া মার।"–আন–নূরঃ৪

এমনিভাবে অনেক আয়াত রয়েছে যা বড় বড় অপরাধকে গুনাহ হওয়া হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে এবং তার প্রতিদানে প্রদত্ত শাস্তির ব্যাপারেও বলা হয়েছে। এই শাস্তি দু'ধরনের। ধর্মদ্রোহিতার শাস্তির মত নির্দিষ্ট শাস্তি এবং গালিগালাজ ও আমানতের খিয়ানতের শাস্তির মত অনির্দিষ্টও।

এই আলোচনায় যাহোক এটা প্রমানিত হয় যে, পবিত্র কুরআন অপরাধ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং অপরাধকারীর জন্য শাস্তিও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সাধারণ ধারণা অনুযায়ী এই কাজ দীনের পরিবর্তে রাষ্ট্র ও আদালতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এজন্য আমরা একথা বলা সঠিক বলে মনে করি যে, যদি দীন ও রাজনীতিকে একত্রিত করা ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি না হতো তাহলে সে এ ধরনের আইন রচনা করতো না এবং তা জারি করার জন্য এত পীড়াপীড়িও করতো না। কিন্তু তার কি

www.amarboi.org

করা হবে। কারণ ইসলাম অনুসারীদের প্রতি এটা আবশ্যিক করা হয়েছে যে, তারা রাষ্ট্র বানাবে এবং এসব আহকাম কার্যকরভাবে জারি করবে। কুরআনে লিখা আছেঃ

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ـ (الشورى :٣٨) ـ

"নিজেদের যাবতীয় সামগ্রিক ব্যাপার নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করো।"–আশ–শুরাঃ ৩৮

নবী করীমকে (সঃ) নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ـ (ال عمران :١٥٩) ـ

"এবং দীনের কাজে তাদের পরামর্শ গ্রহণ কর।"–আল–ইমরানঃ১৫৯

উপরে উল্লিখিত আয়াতসমূহকে সামনে রেখে তাদেরকে প্রশ্ন করা যায় যে, ইসলাম যদি দীন ও দুনিয়াকে পৃথকই রাখতে চাইত তাহলে তাকে এই পরামর্শ ভিত্তিক হুকুমাতের উপর জোর দেয়ার কি প্রয়োজন ছিল। কুরআন একথাও বলে যে, লোকদের পারস্পরিক ব্যাপারের ফায়সালা আল্লাহর নাযিলকৃত আইনের আলোকে ইনসাফ ভিত্তিক করতে হবে। আল্লাহর ফরমান হলোঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ و الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ـ (النساء :٥٨) ـ

"মুসলমানরা, আল্লাহ তোমাদেরকে এই আদেশ দিচ্ছেন যে, যাবতীয় আমানত তার উপযোগী লোকদের নিকট সোপর্দ করে দাও। আর লোকদের মধ্যে যখন (কোন বিষয়ে) ফায়সালা করবে তখন তা ইনসাফের সঙ্গে করা।"
–আন–নিসাঃ ৫৮

আল্লাহ আরো বলেনঃ

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ـ (المائده :٤٩) ـ

"তোমরা আল্লাহর নাযিলকৃত কানুন অনুযায়ী সেই সব লোকের বিষয়সমূহের ফায়সালা করো।"–আল–মায়েদাঃ ৩৯

তিনি ঘোষণা করেছেনঃ

www.amarboi.org

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ـ

"এবং যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী ফায়সালা করবে না তারাই কাফের।"–আল–মায়েদাঃ ৪৪

এ কথা এখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, লোকদের মুয়ামেলার ব্যাপারে ফায়সালা করা সুষ্ঠু ব্যবস্থা একটি রাষ্ট্রই করতে পারে। এ জন্য আমাদেরকে জানতে হবে যে, ইসলাম আদালত বা বিচার ব্যবস্থা ও দীনকে পরস্পর মিলিয়ে রেখেছে এবং এই নির্দেশ দিয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা কুরআনের শিক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এমনিভাবে নীচের আয়াতে সৎ কাজের নির্দেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার ওপর জোর দেয়া হয়েছেঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ (ال عمران :١٠٤)

"তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতেই হবে, যারা নেকী ও মঙ্গলের দিকে ডাকবে। ভাল ও সত্য কাজের নির্দেশ দেবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে।"–আলে–ইমরানঃ ১০৪

'মারুফ' বা সৎ কাজ তাকেই বলা হয় যা করার জন্য শরীয়াত নির্দেশ দিয়েছে এবং 'মুনকার' বা অসৎ কাজ সেই কাজের নাম যা করতে শরীয়াত বাধা দিয়েছে।

এমন কি এ কথাও পরিষ্কারভাবে সামনে এসেছে যে, মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি ও সাংগঠনিক অবকাঠামোর অস্তিত্ব আবশ্যক যা ইসলামের আহকাম জারি করার জন্য দায়িত্বশীল হবে এবং ইসলাম যা নিষিদ্ধ করেছে সেই আইনও পাস করাবে। আরো পরিষ্কার ভাষায় আমরা বলতে পারি যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। কেননা যদি এ ধরনের না করা হয় তাহলে কুরআনের সকল আহকামই বাতিল হয়ে থাকবে।

পবিত্র কুরআন দীন ও দুনিয়ার পারস্পরিক সংমিশ্রণকে বিভিন্ন আয়াতে অল্পস্বল্প করেও বর্ণনা করেছেন। আবার এক এক আয়াতে একত্রেও বর্ণনা করা হয়েছে।

www.amarboi.org

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ مِّنْ اِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوْا الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ۔ (الانعام:١٥١) ۔

"হে মুহাম্মদ! এই লোকদের বল যে, তোমরা এসো, আমি তোমাদের রব তোমাদের ওপর কি কি বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন তা শুনাবো। তা হলো এই যে, তাঁর সঙ্গে কাউকেই শরীক করবে না। পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, নিজেদের সন্তানদেরকে গরীবির ভয়ে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরও রিযিক দিব, আর তাদেরও দিব। নির্লজ্জতার বিষয় ও ব্যাপারের কাছেও যাবে না, তা প্রকাশ্য হোক, কি গোপন। কোন প্রাণ— আল্লাহ যাকে সম্মানীয় করেছেন-ধ্বংস করবে না, অবশ্য সত্য ও ন্যায় সহকারে। এসব কথা, যা পালনের জন্য তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা বুঝে শুনে কাজ করবে।"-আলে-ইমরানঃ ১৫১

এই একই আয়াতে শিরক, মাতা-পিতার সঙ্গে দুর্ব্যবহার, হত্যা এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য প্রত্যেক ধরনের খারাব কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে। আপনিই বলুন দীন ও দুনিয়ার সংমিশ্রণ এর থেকে বেশী আর কি হতে পারে?

কুরআন রাষ্ট্রের ওপর দীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে নিজের প্রদত্ত নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করে থাকে।

কুরআনে বলা হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوا عَنِ الْمُنْكَرِ - (الحج :٤١) ۔

www.amarboi.org

"তারা সেই লোক যে, তাদেরকে আমরা যদি যমীনে ক্ষমতা দান করি তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, নেকীর হুকুম দেবে এবং মন্দের নিষেধ করবে।"–আল–হজ্জঃ ৪১

এই আয়াত এ ব্যাপারের একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, একটি আদর্শ রাষ্ট্র থেকেই এই আশা করা যায় যে, সে নামায কায়েম করবে, সুষ্ঠুভাবে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করবে, আল্লাহর আহকামের প্রচলন করবে এবং খারাব কাজ নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা করবে। এই আয়াতের দাবী হলো, রাষ্ট্রকে দীনি ও ইসলামী হতে হবে এবং বিচার ও রাজনীতির সকল সমস্যা ইসলামের ভিত্তিতে সমাধান করতে হবে।

কুরআনে হাকিমে এ ধরনের আরো অনেক আয়াত আছে। সেই আয়াতের সব এখানে উল্লেখ করার সুযোগ নেই। তবে, এতটুকুন বলে দেয়া আমরা আবশ্যক মনে করি যে, সেসব আয়াতে রাষ্ট্রের অধীন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা ফিতনাসমূহ, অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বিবাদ, সন্ধি, যুদ্ধ ও চুক্তি, ব্যক্তিগত সমস্যা এবং সামাষ্টিক ব্যাপারের সকল বিষয়ই আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলাম পার্থিব বা বস্তুতান্ত্রিক বিষয়গুলোকে দ্বীন ও নৈতিকতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করেছে এবং উভয় বস্তুকেই ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের মাধ্যম বানিয়েছে। এমনিভাবে তা দীন ও দুনিয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য অবশিষ্ট রাখতে দেয়নি।

মুসলমানদের নতুন বংশধররা কুরআনের ওপর দৃঢ় ঈমান পোষণ করে। কিন্তু তারা জানে না যে, কুরআন রসূলের (সঃ) কাজ ও কথাকেও মুসলমানদের জন্য একটি আবশ্যিক আইনের মর্যাদা প্রদান করেছে। কেননা রসূলুল্লাহ (সঃ) যে কথাই বলেছেন তা নিজের তরফ থেকে বলেননি। বরং আল্লাহর ওহীকেই বর্ণনা করেছেনঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحٰى -

"সে নিজের মনের ইচ্ছায় বলে না। তাতো একটা ওহী। যা তার প্রতি নাযিল করা হয়।"–আন–নাজামঃ ৩–৪

রসূলের (সঃ) আহবানে সাড়া দান এবং তাঁর নির্দেশাবলীর আনুগত্যের ব্যাপারে অনেক আয়াত রয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ -

www.amarboi.org

"হে ঈমানদাররা! আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলেরও আনুগত্য কর।"
–আন–নিসাঃ৫৯

وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ـ (النساء: ٨٠) ـ

"যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করে প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহরই আনুগত্য করে।"
–আন–নিসাঃ ৮০

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ـ (ال عمرن: ٣١) ـ

"তুমি যদি প্রকৃতই আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো, তাহলে আমার আনুগত্য কর। আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন।"–আলে–ইমরানঃ ৩১

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ

"রসূল তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা নিয়ে নাও এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে বিরত থাকো।"–আল–হাশরঃ ৭

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

"না, হে মুহাম্মাদ, তোমার নামের শপথ, তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয় ও ব্যাপারসমূহকে তোমাকে বিচারপতিরূপে মেনে নেবে। অতপর তুমি যাই ফায়সালা করবে সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না, বরং তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেবে।"–আন–নিসাঃ ৬৫

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ـ (الاحزاب: ٢١) ـ

"প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে এক সর্বোত্তম নমুনা বর্তমান ছিল এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি আশাবাদী এবং খুব বেশী করে আল্লাহর স্মরণ করে।"–আল–আযহাবঃ ৩১

www.amarboi.org

শরীয়াত ও আধুনিক যুগের দাবী

ইউরোপীয় সভ্যতার ধারক বাহকরা বলে থাকেন যে, শরীয়াত আধুনিক যুগের দাবী পূরণ করতে পারেনা। কিন্তু তারা এই দাবীর সপক্ষে কোন দলিল পেশ করতে অক্ষম। তারা যদি নিজেদের কথা কোন প্রমাণ সহকারে বলতো তাহলে তা বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনাভুক্ত করা যেতো। দলিল বা প্রমাণ ছাড়া কোন কথা বলা কোন সমঝদার মানুষের নিকট কোন আবেদন রাখে না। এ অবস্থায় আমরা শুধুই এতটুকু বলতে পারি যে, এ দাবী সরাসরি অজ্ঞতা ও মিথ্যা অপবাদেরই শামিল।

আইনের গ্রহণ সামর্থ নির্ভর করে তার মৌলিক নীতিমালর ওপর। শরীয়াতের এমন কোন নীতি পাওয়া যাবে না, যার গ্রহণ সামর্থ নিঃশেষ হয়ে গেছে।

যেমন, শরীয়াত "সাম্যের নীতি" কোন শর্তারোপ ছাড়াই সকল মানুষের জন্য রচনা করেছে। আল্লাহ বলেনঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا - اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ -

"হে মানুষ আমরাই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে জাতি ও ভ্রাতৃগোষ্ঠী বানিয়ে দিয়েছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। বস্তুত আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানীয় সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নীতি পরায়ণ।"
–আল–হুজুরাতঃ ১৩

রসূল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

الناس سواسية كأسنان المشط الواحد لا فضل لعربى على عجمى الاّ بالتقوى –

"সব মানুষ চিরুনীর দাঁতের মত সমান। কোন আরবের আজমীর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তাকওয়া ছাড়া কোন ভিত্তি নেই।"

এই সমতার ঘোষণা "আল্লাহর শরীয়াত" বিগত ১৪শ বছর ধরে দিয়ে আসছে। পক্ষান্তরে মানব রচিত আইন এই সাম্যের কথা অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দে উচ্চারণ করেছে।

www.amarboi.org

এবং এই নীতিকে সঠিক মেনে নেয়ার পরও ইউরোপ ও আমেরিকাতে তার বাস্তবায়ন খুব সীমিত পরিমাণেই হয়ে থাকে।

প্রথম যুগেই শরীয়াত স্বাধীনতার কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে পেশ করেছিল। স্বাধীনতার সেই ধ্যান–ধারণা, চিন্তা, ধর্ম, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সভা–সমাবেশ সহ সকল ধরনের স্বাধীনতা অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই প্রসঙ্গেও কতিপয় আয়াত পেশ করা হলোঃ

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ (يونس:١٠١)

"তাদেরকে বলে দিন যে, আসমান ও যমিনে যা কিছু আছে তা চোখ খুলে অবলোকন কর।"–ইউনুসঃ১০১

وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُولُوا الْاَلْبَابُ ـ (آل عمران :٧) ـ

"আর সত্য কথা এই যে, কোন জিনিস থেকে প্রকৃত শিক্ষা কেবল জ্ঞান–বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই নিয়ে থাকে।"–আলে ইমরানঃ ৭

لاَ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ـ (البقرة:٢٥٦) ـ

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোরজবরদস্তি নেই।"–আল–বাকারা ঃ ২৫৬

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ (ال عمران :١٠٤) ـ

"তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতে হবে, যারা নেকী ও মঙ্গলের দিকে ডাকবে। ভাল ও সত্য কাজের নির্দেশ দেবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরতরাখবে।"–আলে–ইমরানঃ১০৪

"ইনসাফ" হলো ইসলামী শরীয়তের এক অন্যতম নীতি। আল্লাহর নির্দেশ হলোঃ

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ـ (النساء :٥٨) ـ

"এবং যখন লোকদের মধ্যে ফায়সালা করো তখন তা ইনসাফের সঙ্গে করো।"–আন–নিসাঃ৫৮

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا ـ (المائده:٨) ـ

www.amarboi.org

"কোন বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতদূর উত্তেজিত করে না দেয় যে, (তার ফলে) ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে।"–আল–মায়েদাঃ ৮

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا – فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ـ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইনসাফের ধারক হও, ও আল্লাহরওয়াস্তে সাক্ষী হও তোমাদের এই সুবিচার ও এই সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের নিজেদের ওপর কিম্বা তোমাদের পিতা–মাতা ও আত্মীয়দের ওপরই পড়ুক না কেন, আর পক্ষদ্বয় ধনী কিম্বা গরীব যাই হোক না কেন, তাদের সকলের অপেক্ষা আল্লাহর এই অধিকার অনেক বেশী যে, তোমরা তাঁর দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখবে। অতএব নিজেদের নফসের খাহেশের (প্রবৃত্তির কামনার) অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও ন্যায়–পরায়ণতা থেকে বিরত থেকো না।"
–আন–নিসাঃ১৩৫

মানব রচিত আইনে সামাজিক জীবনের এই সোনালী নীতি বোধ অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে সৃষ্টি হয়েছে। অথচ ইসলামী শরীয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রথম দিন থেকেই তা প্রচার করে আসছে।

আধুনিক যুগের মানুষ নিজেদের জন্য যে জীবন ব্যবস্থা রচনা করেছে তার ভিত্তি সে সেই তিন নীতিই বানিয়েছে। কিন্তু তা করা হয়েছে শরীয়াত নাযিল হওয়ার ১১ শতাব্দী পর।

মোট কথা শরীয়াত মানবীয় আইন রচনাকারীদের তুলনায় কমপক্ষে ১১শ' বছর পূর্বেই এসব নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত ছিল। এই বাস্তবতা সত্ত্বেও এটা কি করে বলা যায় যে, আধুনিক যুগে মানব রচিত আইন সকল দিক দিয়েই বাস্তবায়নযোগ্য এবং শরীয়াত অকেজো হয়ে গেছে।

শরীয়াত আরো একটি নীতি উপস্থাপন করেছিল। সেই নীতির নাম হলো "পারস্পরিক পরামর্শ" আল্লাহ বলেছেন,

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ - (الشورى :٣٨) ـ

www.amarboi.org

"তারা নিজেদের ব্যাপার পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে চালায়।" –আশ–শূরাঃ ৩৮

এবংবলেনঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ـ (ال عمران :١٥٩) ـ

"দ্বীনের কাজে তাদের পরামর্শও গ্রহণ কর।"–আলে–ইমরানঃ১৫৯

ইসলামী শরীয়াতের তরফ থেকে এই নীতি পেশ করার এক হাজার বছর পর ইংরেজ দার্শনিকরাও তার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ জন্য তাকে তাদের কোন কৃতিত্ব বলা যায় না। বরং তাকে শুধুমাত্র ইসলামী শরীয়াতের নীরেট অনুকরণই বলা যায়।

শরীয়ত শাসক গোষ্ঠীকে ক্ষমতার ব্যবহারে মুসলমান জাতির খলীফার মর্যাদা দান করেছে এবং সীমা অতিক্রম ও ভুল করার ক্ষেত্রে তাকে জাতির সামনে জবাবদিহি করার নির্দেশ দিয়েছে। শরীয়াতের পাবন্দীর ব্যাপারে শাসক ও শাসিত উভয়ই সমান। এ ব্যাপারে শাসকদের কোন ছাড় দেয়া হয়নি।

শরীয়াত মদকে সুস্পষ্টভাবে হারাম এবং তালাককে আবশ্যিক পরিস্থিতিতে জায়েজরেখেছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ ـ (المائده : ٩٠) ـ

"হে ঈমানদার লোকেরা! শরাব (মদ), জুয়া ও এই আস্তানা ও পাশা এ সবই নাপাক শয়তানী কাজ। তোমরা তা পরিহার কর।"–আল–মায়েদাঃ ৯০

এবং

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ـ

"তালাক দুবার দেয়। অতপর হয় সোজাসুজি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবে অন্যথায় সঠিক পন্থায় তাকে বিদায় করে দেবে।"–আল–বাকারাঃ ২২৯

মানব রচিত আইন এখন এই সিদ্ধান্তে পৌছেছে যে, শরাবকে হারাম এবং তালাককে জায়েজ রাখতে হবে অথচ ইসলামী শরীয়াত এই সিদ্ধান্ত ১৩শ' বছর

www.amarboi.org

আগে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিকে সামনে রেখে শরীয়াত থেকে গৃহীত এসব আইনকে কার্যক্ষম বলা এবং স্বয়ং শরীয়াতকে অকার্যকর মনে করা কতটুকু ইনসাফ সম্মত।

ইসলামী শরীয়াত দুনিয়ার সর্বপ্রথম জীবন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় সাম্য ও পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তি রাখা হয়েছে। নীচের আয়াতগুলো আমাদের দাবীর পক্ষে শক্তিশালী সাক্ষীঃ

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ـ

"হাঁ, যেসব কাজ পূণ্য ও আল্লাহর ভয়মূলক তাতে সকলের সাথে সহযোগিতা কর আর যা গুনাহ ও সীমা লংঘনের কাজ তাতে কারো একবিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করো না।"–আল–মায়েদাঃ২

وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ـ (المعارج:٢٤–٢٥) ـ

"তাদের ধন–মালে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতের একটা নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে।"–

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا (التوبه: ١٠٣) ـ

"হে নবী, তুমি তাদের ধন–মাল থেকে সাদকা নিয়ে তাদেরকে (নেকীর পথে) অগ্রসর কর।"

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ (التوبه: ٦٠)

"এই সাদকাসমূহ মূলত ফকীর ও মিসকিনদের জন্য, আর তাদের জন্য যারা সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং তাদের জন্য যাদের মন জয় করা হলো উদ্দেশ্য। সেই সাথে তা গলদেশের মুক্তি দানে ও ঋণ ভারাক্রান্তদের সাহায্য, আল্লাহর পথে ও পথিক–মুসাফিরদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য, তা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয। আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক।"–আত–তওবাঃ৬০

www.amarboi.org

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنَ السَّبِيْلِ كَىْ لاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ - (الحشر:٧) ـ

"যা কিছুই আল্লাহ এই জনপদের লোকদের থেকে তার রসূলের দিকে ফিরিয়ে দিলেন তা আল্লাহ, রসূল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন ও পথিকদের জন্য, যেন তা তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে।"–আশ–শুরাঃ ৭

শরীয়ত এসব কিছু তেরশ বছর আগেই বুঝিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মানব রচিত আইন প্রণেতাদের চোখ আজ খুলছে। শরীয়াত মাল গুদামজাতকরণ, ঘুষ এবং শোষণের দুশমন। রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ

لاَ يحتكر الاَّ خَاطِئٌ ـ

শুধু ভুল পথে পরিচালিত ব্যক্তিই মাল মওজুদ করতে পারে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ

وَلاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

"এবং তোমরা পারস্পরিক ধন–সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ করো না, আর শাসকদের সামনে তা এই উদ্দেশ্যে পেশ করো না যে, তোমরা অপরের সম্পদের কোন অংশ ইচ্ছা করে নিতান্ত অবিচারমূলকভাবে জেনে শুনে ভক্ষণ করার সুযোগ পাবে।"–আল বাকারাঃ ১৮৮

শরীয়াত প্রত্যেক ধরনের নির্লজ্জতা, জুলুম ও বাড়াবাড়ি করাকে হারাম ঘোষণা করেছেঃ

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ – (الاعمران : ٣٣) ـ

www.amarboi.org

"হে মুহাম্মদ! তাদের বল, আমার রব যেসব জিনিস হারাম করেছেন তাতো এইঃ নির্লজ্জতার কাজ –প্রকাশ্য বা গোপনীয় এবং গুনাহের কাজ ও সত্যের বিরুদ্ধেবাড়াবাড়ি।"–আল–আ'রাফঃ৩৩

শরীয়ত ভালো কাজের দাওয়াত দেয়। সে ভালো কাজের নির্দেশ এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে। আল্লাহর ফরমান হলোঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - (ال عمران : ١٠٤)

"তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে যারা নেক কাজের দিকে ডাকবে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে।"–আলে–ইমরানঃ১০৪

এই সব হুকুম ছাড়াও শরীয়াতের অবশিষ্ট সকল নীতি ও মানবীয় জ্ঞান ও চিন্তার চূড়ান্ত শীর্ষে পৌছেছে। তাহলে এই শরীয়াতকে কি করে আকার্যকর বলা যেতে পারে। যার শুরু মানুষের উন্নয়ন যুগের চরম পর্যায় থেকে।

সেইসব ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক নীতিমালার ওপর আজকের মানুষ গৌরব করতে কুন্ঠাবোধ করে না। যদি সেইসব নীতির পর্যালোচনা করা হয় তাহলে তার মধ্যে এমন একটি নীতিও পাওয়া যাবে না যার উল্লেখ ইসলামী শরীয়াত তেরশ' বছর পূর্বে করেনি।

উপরে উল্লিখিত আলোচনা পেশের পর এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শরীয়াতের কর্মক্ষমতা শেষ হয়ে যাওয়ার দাবী সরাসরি অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। আর তার সবচেয়ে বড় কারণ হলো যে, এই দাবীকারকরা শরীয়াত ও মানব রচিত আইনের মধ্যকার পার্থক্য করা ছাড়াই অনুমান করে নিয়েছে যে, পুরাতন নীতিমালা অকেজো হয়ে গেছে।

শরীয়তের সাময়িক নির্দেশাবলী

ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতেঘায়েল কিছু লোকের ধারণা, শরীয়াতের এমন কিছূ অংশ রয়েছে যা বর্তমানেও কার্যক্ষম রয়েছে। কিন্তু সব অংশ কার্যক্ষম নেই। তাদের দৃষ্টিতে অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট ইসলামী দন্ড সাময়িক ছিল। বর্তমানে তা চলতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তাদের এই ধারণার পটভূমিতে যে বস্তুটি বিশেষভাবে

www.amarboi.org

কার্যকর রয়েছে তাহলো এসব দন্ডের কোন উদাহরণ তারা মানব রচিত আইনে পায়নি। কিন্তু কালই যদি মানব রচিত আইন এই সব দন্ডকে বাস্তবায়ন করে তাহলে এসব মানুষই তাকে চিরস্থায়ী হওয়ার কথা সমস্বরে ঘোষণা করতে থাকবে।

মুসলমানরা ইসলামকে বুঝলে এ ধরনের কথা কখনো নিজেদের মুখে আনতোনা।

ইসলামের আহকাম চিরস্থায়ী। তার মধ্য থেকে কোন হুকুম যদি রসূলুল্লাহ (সা)–এর জীবনে বাতিল না হয়ে থাকে তাহলে তা চিরকাল জারি থাকবে। নবী করিমের (সা) ওফাতের কিছুদিন পূর্বে কুরআন এই ঘোষণা দিয়েছিলঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ (المائده:٣) ـ

"আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করেছি, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে কবুল করে নিয়েছি।"–আল–মায়েদাঃ ৩

এই মুসলমানরা এ কথা কেন চিন্তা করে না যে, যদি ইসলামের কিছু হুকুমকে সাময়িক বলে মেনে নেয়া হয় তাহলে অবশিষ্ট হুকুমের চিরস্থায়ী হওয়ার কি গ্যারন্টি আছে এবং এই অবস্থায় ইসলামের কি অবস্থা দাঁড়াবে।

বাস্তবায়নযোগ্য নয়

এই দৃষ্টিভঙ্গীর ধারক বাহকরা বলে থাকে যে, শরীয়াতের আহকামতো পুরোপুরিই স্থায়ী এবং ওয়াজিবুল আমল বা অবশ্য পালনীয়। কিন্তু তা বর্তমানে জারি করা যায় না। এর স্বপক্ষে তারা এই দলিল দেয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রগুলো এখনো খুব দুর্বল এবং মুসলিম দেশসমূহে অমুসলিম দেশের অমুসলিমরা চাকরি করছে এবং তাদের ওপর শরীয়াতের আইন জারির অনুমতি দেয় না।

কিন্তু এই মতাদর্শ ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য রাখে না। আল্লাহর নির্দেশহলোঃ

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ـ

www.amarboi.org

"অতএব, (হে ইহুদী সমাজ) তোমরা লোকদের ভয় করো না, আমাকে ভয় করো এবং আমার আয়াতকে সামান্য ও নগণ্য বিনিময় নিয়ে বিক্রয় করা পরিত্যাগ করো, যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।"-আল মায়েদাঃ ৪৪

এই মতাদর্শে বিশ্বাসীদের জন্য আমরা এও আরজ করছি যে, অনেক ফকিহ প্রস্তর নিক্ষেপ ও শরীরের অংশ কর্তনের দন্ড অমুসলিমদের ওপর জারির প্রবক্তা নন। আমরা মনে করি কঠিন ধরনের পরিস্থিতিতে এই মত থেকে ফায়দা ওঠানো যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমরা এটাও পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, প্রস্তর নিক্ষেপের নির্দেশ কোন ব্যক্তির ওপর বাস্তবায়ন করা এত সহজ নয় যতখানি ধারণা করে নেয়া হয়েছে। কেননা স্বাক্ষীদের মাধ্যমে যিনা প্রমাণ করা খুব কঠিন কাজ। নবী করিম (সা)- এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এই নির্দেশ বাস্তবায়নের যদিও কতিপয় উদাহরণ পাওয়া যায়, তাও ছিল সেই সব লোকের অপরাধ নিজে স্বীকার করার ওপর। যিনা প্রমাণিত হওয়ার দু'টি পথই রয়েছেঃ

১. চার ব্যক্তি এই স্বাক্ষ্য দেবে যে, তারা সংশ্লিষ্ট পুরুষ ও মহিলাকে সঙ্গম করতেদেখেছে।

২. অপরাধী স্বয়ং ইকর্‍্যার করবে যে, সে যিনা করেছে।

শুধু ইকরারই নয় বরং নিজের ইকরারের ওপর পীড়াপীড়িও করবে। এবং এই দু'পথই আজকের দিনে প্রায় অসম্ভব।

ফকিহদের মতকে শরীয়াত বলে

এক দলের মত হলো যে, ইসলামী আইন ব্যবস্থা কমবেশী ফকিহদের ব্যক্তিগত মতামতের ওপর গঠিত। কিন্তু তাদের সামনে যদি কোন সমস্যা সম্পর্কে ইসলামী আইন ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করা হয় তাহলে তাদের জ্ঞান জবাব দিয়ে বসবে। মুসলমান ফকিহরা ষষ্ঠ ও সপ্তম খৃষ্টাব্দেই সকল কিছু জেনে ফেলেছিল যার বাতাস মানব রচিত আইনের ঝান্ডাবাহীদের আজ লাগছে। এই দলের সঙ্গে সম্পর্কশীল এক ব্যক্তি একবার বলতে লাগলেন যে, মনে হয় ফিকহী মাজহাবসমূহের ইমাম মানুষের চেয়ে বেশী চিন্তা শক্তির মালিক। তিনি তেরশ' বছর পূর্বেই সেই সকল কথা চিন্তা করেছিলেন যা আজকের মানুষ চিন্তা করছে।

www.amarboi.org

ইসলামী আইন ব্যবস্থা ফকিহদের ব্যক্তিগত মতামতের ওপর ভিত্তি করে রচিত এ কথা বলা যেমন মূল্যহীন তেমনি এটাও সঠিক নয় যে, ফকিহদের চিন্তা শক্তি মানুষের চিন্তা শক্তির চেয়ে অধিক। প্রকৃত ও আসল কথা হলো যে, অসামান্য মেধা এবং চিন্তা শক্তি থাকা সত্ত্বেও নিজেদের পক্ষ থেকে তাঁরা কিছুই পেশ করেননি। সর্বাত্মকভাবে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত মেধা দিয়ে তারা এসব নীতির ভিন্ন ধর্মী দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। কেন্দ্রীয়ভাবে তাঁদের সকল কাজের ক্রেডিট শরীয়াতের ওপরই বার্তায়। এটা সেই মৌলিক কারণ, যা মানুষের উন্নয়ন ও পূর্ণতার জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। একথা স্পষ্টভাবেই বলা যায় যে, মানবিক সাম্য, মানবিক স্বাধীনতা এবং নির্ভেজাল ন্যায় ও ইনসাফের আদর্শ ফকিহদের মস্তিস্ক প্রসূত আবিষ্কার নয়। তারা এসব কিছু কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করেছেন।

এমনিভাবে পরামর্শ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা, শাসকদের জবাবদিহি এবং রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা এবং অধীনস্থ আইন রচনায় জাতির প্রতিনিধিত্ব ভুল ও যুলুম নির্যাতনের অবস্থায় আদালতের ব্যবস্থা গ্রহণ, শরাব বা মদ হারামকরণ এবং অত্যাবশ্যকীয় পরিস্থিতিতে তালাক বৈধ করার আইনও তাদের রচিত নয়। এসব কিছুই কুরআন-হাদিস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

পারস্পরিক লেন-দেনে লিখিত দলিল রাখা এবং বাণিজ্যিক ব্যাপারে স্বাক্ষীদের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করাও কুরআন থেকে প্রতিষ্ঠিত।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۔ وَلَا تَسْئَمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهٖ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ـ (البقرة:٢٨٢) د

"হে ঈমানদারগণ! যদি কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তোমরা পরস্পর ঋণের লেন-দেন কর, তবে তা লিখিয়ে নাও। এক ব্যক্তি উভয় পক্ষের সাথে সুবিচারসহ দস্তাবেজ লিখে নেবে। আল্লাহ যাকে লেখাপড়ার যোগ্যতা দান করেছেন, লিখার কাজ অস্বীকার করা তার উচিত নয়। সে লিখবে, আর সে

www.amarboi.org

লিখাবে – লেখ্য বিষয় বলে দেবে সেই ব্যক্তি যার ওপর এই ঋণ চাপছে (অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা) তার প্রভু আল্লাহকে তার ভয় করা উচিত যেসব কথাবার্তা ঠিক করা হয়েছে, তাতে যেন কোন প্রকার কম বেশী না করা হয়। কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি অজ্ঞ, নির্বোধ কিম্বা দুর্বল হয়, অথবা সে যদি লেখ্য বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে ওলি (গার্জেন) ইনসাফ সহকারে লিখিয়ে দেবে। অতপর পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জনকে তার সাক্ষী বানিয়ে নাও। দু'জন পুরুষ পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রী লোক সাক্ষী হবে, যেন একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সাক্ষী এমন লোকদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত যাদের সাক্ষ্য তোমাদের নিকট গ্রহণীয়। সাক্ষীদের যখন সাক্ষী হতে বলা হবে তখন তা তাদের অস্বীকার করা উচিত নয়। এ ব্যাপারে ছোট হোক কি বড় মেয়াদ নির্দিষ্ট করে তার দস্তাবেজ লেখিয়ে নেয়া উপেক্ষা করো না। আল্লাহর নিকট এই পন্থা তোমাদের জন্য অধিকতর সুবিচারমূলক। এর দরুন সাক্ষ্য কায়েম করা (প্রমাণ করা) খুবই সহজ হয়ে পড়ে এবং তোমাদের সন্দেহ সংশয়ে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। অবশ্য যেসব ব্যবসায় সম্পর্কীয় লেন-দেন তোমরা পরস্পরের হাতে হাতে করে (নগদ) থাকো তা লিখে না নিলে দোষ নেই।"–আল-বাকারাঃ২৮২

লেন-দেনের ব্যাপারে শুধুমাত্র মৌখিক প্রতিশ্রুতি প্রদানকে যথেষ্ট মনে না করা এবং ঋণ গ্রহীতাকে লিখানোকেও ফকিহরা কুরআন থেকেই শিখেছেন।

وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ - (البقره :٢٨٢)

"সে লিখবে, আর লিখাবে। লেখ্য বিষয় বলে দেবে সেই ব্যক্তি যার ওপর এই ঋণ চাপছে (অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা) তার প্রভু আল্লাহকে তার ভয় করা উচিত, যেসব কথাবার্তা ঠিক করা হয়েছে, তাতে যেন কোন প্রকার কম-বেশী করা না হয়, কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি অজ্ঞ, নির্বোধ কিম্বা দূর্বল হয়, অথবা সে যদি লেখ্য বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে তার গার্জেন ইনসাফসহ লিখিয়ে নেবে।"–আল-বাকারাঃ২৮২

www.amarboi.org

পরিস্থিতি ও সময়ের সুযোগ দানের মতটিও ফকিহরা কুরআন থেকে গ্রহণ করেছেনঃ

لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا الاَّ وُسْعَهَا ـ (البقره :٢٨٦) ـ

"আল্লাহ কোন প্রাণীর ওপরই তার শক্তি সামর্থের অধিক দায়িত্ব বোঝা চাপিয়ে দেন না।" আল–বাকারাঃ ১৮৬

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ـ (الحج :٧٨) ـ

"আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি।" –আল–হজ্জঃ ৭৮

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ـ

"অথচ নিতান্ত ঠেকার সময় ছাড়া অন্যান্য সর্ব অবস্থায় যেসব জিনিসের ব্যবহার আল্লাহ তায়ালা হারাম করে দিয়েছেন, তা তিনি তোমাদেরকে বিস্তারিত করে বলে দিয়েছেন।"–আল–আনআমঃ ১১৯

দুর্বল বা অক্ষম মানুষকে ক্ষমা করার আইনও শরীয়াতেরই প্রণীত আইন।

الاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ ـ (النحل :١٠٦) ـ

"কিন্তু সে যদি বাধ্য হয়ে গিয়ে থাকে, অথচ তার দিল ঈমানের প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ও অবিচল থাকে।"–আন–নহলঃ ১০৬

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَ عَادٍ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ ـ (البقره:١٧٣) ـ

"অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি কঠিন ঠেকা অবস্থায় পড়ে যায় এবং সে যদি তা থেকে কোন জিনিস খায়, কিন্তু আইন ভঙ্গ করার যদি তার ইচ্ছা না থাকে কিম্বা প্রয়োজন পরিমাণের সীমা লংঘন না করে তবে তাতে তার কোন পাপ হবেনা।"–আল–বাকারাঃ১৭৩

রসূলে আকরাম (সা) বলেছেনঃ

رُفِعَ عَنْ اُمتى الخَطَاءِ والنسيان وما استكرهوا عليه – ـ

"আমার উম্মাতকে ভুল বুঝা, ভুল–চুক এবং মাজবুরী অবস্থায় জবাবদিহি করা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।"

www.amarboi.org

তিনিবলেছেনঃ

رفع القلم عن ثلاث – عن الصبى حتى يحتلم– وعن النائم حتى يصحو وعن المجنون حتّى يفيق – ـ

"তিন ধরনের মানুষের ওপর কোন জিম্মাধারী নেই। শিশু–বালেগ না হওয়া পর্যন্ত, ঘুমন্ত মানুষ–সম্পূর্ণরূপে না জাগা পর্যন্ত এবং দিওয়ানা বা উন্মাদ–যতক্ষণ পর্যন্ত হুশ ফিরে না আসে।"

একজনের স্থলে অন্য জনকে শাস্তি না দেয়ার আইনও আমাদেরকে কুরআনই প্রদান করেছেঃ

وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزرَ اُخْرَى ـ (فاطر:١٨) ـ

"কোন বোঝা বহনকারী অপর কারো বোঝা বহন করবে না।"–ফাতেরঃ ১৮

নবী করিম (সা) বলেছেনঃ

لاَ يؤاخذ الرجل بجريرة ابيه ولا بجريرة اخيه ـ

"কোন ব্যক্তিকে নিজের পিতা নিজের ভাই (অথবা অন্য কোন আত্মীয়)–এর অপরাধে পাকড়াও করা হবে না।"

হুজুর (সা) আবু রামছা (রা) এবং তাঁর সন্তানদেরকে বলেছিলেনঃ

اِنّه لا يجنى ولا تجنى عليه ـ ـ

"না সে তোমাদের ওপর বাড়াবাড়ী করবে তোমাদেরও তাঁর ওপর বাড়াবাড়ী করা ঠিক হবে না।"

ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তির মধ্যেও পার্থক্য বিধান ফকিহরা নিজেরা নির্দিষ্ট করেন নি। কুরআনে আছে যেঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا الاَّ خَطَاءً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّ دِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِهِ ـ

"কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করা কোন ঈমানদার ব্যক্তির কাজ হতে পারে না, অবশ্য ভুলভ্রান্তি হতে পারে। যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তিকে ভুল বশতঃ

www.amarboi.org

হত্যা করবে তার কাফ্ফারা স্বরূপ এক মুমিন ব্যক্তিকে গোলামী থেকে মুক্ত করতে হবে এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে রক্ত মূল্য দিতে হবে।"–আন–নিসাঃ৯২

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ـ

"হে ঈমানদাররা! তোমাদের জন্য কতলের মোকদ্দমা সমূহে কিসাসের হুকুম–নির্দেশ লিখে দেয়া হয়েছে।"–আল–বাকারাঃ১৭৮

وَ لَيسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ فِيمَا اَخطَاتُم بِه وَلٰكِن مَّا تَعمَّدَت قُلُوبُكُم

"না জেনে তোমরা যে কথা বলো সেজন্য তোমাদের কোন অপরাধ ধর্তব্য নয়; কিন্তু সেই কথা নিশ্চয়ই ধর্তব্য যার ইচ্ছা তোমরা অন্তরে পোষণ কর।" –আল–আহযাবঃ ৫

ইসলামী ফিকাহর যে কোন ধ্যাণ–ধারণা এবং নীতির প্রতি যদি দৃষ্টি দেয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে তার মূল কুরআন ও হাদীসে প্রোথিত রয়েছে এবং ফকিহরা শুধুমাত্র তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও কোন আঁচ অনুমান ভিত্তিক নয়। বরং তাঁরা এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেরও নিয়ম–কানুন পরিষ্কার করে দিয়েছেন। সেই নিয়ম–কানুনের অধীনেই তাঁরা সকল ব্যাখ্যা সংকলিত করেছেন।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শরীয়াত কোন আংশিক বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেনি। বস্তুত একাজের আঞ্জাম দিয়েছেন ফকিহরা এবং শাখা–প্রশাখা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যাতে কোন পর্যায়েই মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায় সেজন্য তাঁরা নিজের সার্বিক যোগ্যতা কাজে লাগিয়েছেন।

"ইসলামী শরীয়াত ফকিহদের রায়ের নাম"–দাবীটির এহলো বাস্তব অবস্থা।

এই দৃষ্টিভঙ্গী পোষণকারীদের ভুল ধারণা এজন্য হয়েছে যে, তারা শরীয়াতকেও মানব রচিত আইনের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখছেন এবং এটা বুঝেছেন যে, যেমন এ আইন সরকারী মর্যাদা লাভের পূর্বে চিন্তা নায়ক বা গভেষকদের মাথায় এসে থাকে। এমনিভাবে শরীয়াতও ফকিহদের মস্তিষ্ক প্রসূত বস্তু। মোট কথা এই ভুল ধারণার ব্যাপারটি এখন তাদের পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত।

www.amarboi.org

শেষে এই বন্ধুদের জন্য আমার পরামর্শ হলো যে, তারা যেন জাহিরিয়া ফিরকার ধ্যান-ধারণা পড়ে দেখেন। এই ফিরকা কুরআন সুন্নাহ এবং ইজমা ছাড়া কোন বস্তুকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে না। তাদের নিকট কিয়াসের কোন মর্যাদা নেই। এমনকি এ সব মানুষ মুরসাল হাদীসও বিশ্বাস করেনা। কিন্তু এত পাবন্দী সত্ত্বেও প্রতিটি নির্দেশ ও প্রতিটি নীতির জন্য দলিল তারা কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই গ্রহণ করে থাকে।

ইসলামী সংস্কৃতির ঝান্ডাবাহী

মুসলিম উম্মাহর এই দল মহান ইসলামী তামাদ্দুনের দাবীদার। তাদের সংখ্যা ইউরোপীয় তামাদ্দুনের ধারক-বাহকদের তুলনায় কম। কিন্তু তবুও তত কম নয়। সাধারণ মুসলমানরা জীবনের যেসব ব্যাপার ইসলামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনে করেন সেসব ব্যাপার এই দলের মতকে দলিল হিসেবে মানা হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁদের কর্মক্ষেত্র শুধুমাত্র ইমামত, শিক্ষাদান, ওয়াজ নসিহত এবং বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেশ শাসনে তাদের কোন অংশ নেই।

ইউরোপীয় সংস্কৃতি ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্বে এইদল ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে ক্ষমতাসীন ছিলেন। কিন্তু যখন মানুষের রচিত আইন-কানুন প্রচলিত হয় তখন নতুন ক্ষমতাসীনরা তাদের কর্মক্ষেত্র সীমিত করে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই নিজেদেরকে অসহায় মনে করে পরিস্থিতির সামনে মাথা অবনত করে দেয়। তবুও এখনো সাধারণ মুসলমানরা তাঁদেরকেই ইসলামের সবচেয়ে বেশী দায়িত্বশীল মনে করেন এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিও এটাই। কেননা অন্যদের তুলনায় ইসলামের হুকুম-আহকাম তারাই বেশী জানেন এবং তাঁদের মধ্যেই সেই শক্তি বা সামর্থ রয়েছে যার মাধ্যমে ইসলামকে হেফাজত করা যায়।

কিছু লোক ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলে, যে এই দল ইসলামের হেফাজতে একাধিকবার ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাঁদের এই ব্যর্থতার কারণেই ইউরোপীয় আইন-কানুন ইসলামী দেশসমূহে প্রবেশ করে জনসাধারণের মন-মগজে নিজেদের শিকড় মজবুতভাবে গাড়ার সুযোগ পেয়েছে। শরীয়াতকে বাতিল করার ফলে অশিক্ষিত লোকেরা ধারণা করতে লাগলো যে, এসব আইনই ইসলাম সম্মত। সাধারণ শিক্ষিত লোকদের মগজেও একথা স্থান করে নিলো যে, ইসলাম নিঃসন্দেহে দীন, তবে রাষ্ট্র বা শাসন নয়। এজন্য তা ইহজাগতিক সমস্যার সমাধান দিতে পারে না।

www.amarboi.org

সুতরাং ফল এই দাঁড়ালো যে ইসলামের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে বর্তমানে আলেমরা ছাড়া আর কেউই ওয়াকিবহাল নন।

ইসলামের হেফাজতের ব্যাপারে আলেম সমাজকে একবার অথবা একাধিকবার ব্যর্থতার জন্য দায়ী করা যায় না। তাঁদের বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ আনা হয়, তাহলে তা শুধু এই অবস্থায়ই আনা যায় যে,তাঁরা এই উদ্দেশ্য সাধনে নিজেদের শক্তি সামর্থ দিয়ে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাননি। কিন্তু ইতিহাসের উপস্থিতিতে এই সত্যকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যায় না যে, অতীতে তাঁরাই নিজেদেরকে এই কাজের জন্য ওয়াকফ করে রেখেছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ার কারণে তাঁদের ব্যর্থ হতে হয়েছিল। শুধু অতীতে নয় তাঁরা আজও সেই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য কোমর বেঁধে আছেন এবং আল্লাহর নিকট আশা করছেন যে, তিনি তাঁদেরকে সাফল্যমন্ডিত করবেন।

আজও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে একটি বিরাট সংখ্যক মানুষ ইসলামী বিশ্বে পুনরায় নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। কিন্তু তাদের বেশীরভাগ সময় ইবাদতে ব্যয় হয়। তাঁরা যদি নিজেদের সেই সময়ের কিছু অংশ শরীয়াত কি বস্তু তা বুঝতে ওয়াকফ করেন। তাছাড়া বর্তমান আইন কিভাবে শরীয়াত বিরোধী এবং এই অবস্থায় ইসলাম তার অনুসারীদের নিকটে কি দাবী করে বুঝিয়ে দিতে পারেন তাহলে এই কাজ তাঁদের নিজের ও ইসলাম উভয়ের জন্য বেশী উপকারী বলে প্রমাণিত হবে এবং জিহাদ ও ইসতিকামাতে তাঁদের অংশও কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। বর্তমানে কয়েকটি মুসলমান দেশে গণতন্ত্র চালু রয়েছে। এসব দেশের অধিকাংশ জনগণ যদি এই আদর্শেই বিশ্বাসী হয় তাহলে শরীয়াত খুব শীঘ্র এক কার্যকর শক্তিতে পরিণত হতে পারে।

ইসলামী সংস্কৃতির ধারক বাহক এই শ্রেণী সর্বসাধারণের জন্য ইসলামের দাওয়াত প্রচারের উদ্দেশ্যে যে পন্থা অবলম্বন করে রেখেছেন তা অশিক্ষিতদের জন্য হয়তো কার্যকর হতে পারে; কিন্তু ইউরোপীয় রঙে রঞ্জিতরা সন্তুষ্ট হতে পারে না। আর তারাই আজ জনজীবনের ওপর ছেয়ে আছে। এজন্য আলেমদেরকে ইসলামী তাবলীগের সেই পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে সেই শ্রেণীর মানুষের জন্য কার্যকর হয়। তারা যদি ইসলামকে বুঝতে সক্ষম হয় তাহলে তারা উত্তম প্রতিনিধি প্রমাণিত হতেপারেন।

www.amarboi.org

আমার পরামর্শ হলো, আলেমদেরকে এই শ্রেণীর লোকদেরকে একথা বুঝাতে চেষ্টা করতে হবে যে, বর্তমান আইন ইসলামী শিক্ষার কতখানি বিরোধী এবং যাদের হাত দিয়ে তা কার্যকর হচ্ছে তাদের ব্যাপারে ইসলামের কি নির্দেশ।

ওলামায়ে ইসলামের প্রতি আমার আশা, তাঁরা যেন এই ইউরোপীয় মুসলিম শ্রেণীর জন্য শরীয়াত সম্পর্কে পড়াশোনা এবং তার নীতিমালা ও আদর্শ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার ব্যবস্থা সহজ করে দেন। ব্যবস্থাটা এ ধরনের হতে পারে যে, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে এমন একটি কমিটি নিয়োগ করতে হবে যারা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আধুনিক পদ্ধতির পুস্তক রচনার নিয়ম অনুযায়ী পুস্তকাদি রচনা করবেন। যেমন, কোন পুস্তক হবে বাণিজ্যিক বিষয়ের ওপর। কোন বই হবে লেবার সম্পর্কিত। একটি পস্তুক কমিটির সিষ্টেম সম্পর্কিত এবং অন্যটি দারিদ্রের ওপর দৃষ্টি রেখে রচনা করতে হবে।

ওলামাদের নিকট আমি এই আকাংখাও করি যে, তাঁরা যে, স্ব স্ব দেশের প্রশাসন ও সংসদ সদস্যদেরকে বর্তমান আইন ইসলাম প্রদত্ত নীতিমালার কতখানি বিরোধী তা বলে দেন, তাহলে তাঁরা তা সংশোধনের উদ্যোগ নিতে পারবেন। কেননা একজন মুসলমান হয়ে সেও কোন পর্যায়ে ইসলামের বিরোধিতা করতে চায় না। শুধু অজ্ঞতা তাঁর পথে কাটা হয়ে দাঁড়ায়।

ওলামায়ে কেরামের নিকট আমি এও চাই, দেশের রাজনীতিতে তারা নিজেদের জন্য এমন স্থান তৈরী করুন যাতে কোন নতুন আইন তাদের তত্ত্বাবধান ও পরামর্শ ছাড়া রচিত হতে না পারে।

শেষে আমি একথা পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, আমি যখন ইউরোপীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদেরকে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ বলে অভিহিত করি তখন কিন্তু আমি তাদেরকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করি না। বরং শুধুমাত্র একটি সুত্রের স্বীকৃতিস্বরূপ একথা বলে থাকি। কেননা আমি স্বয়ং সেই শ্রেণীর একজন সদস্য। শরীয়াত সম্পর্কে পড়াশুনা করার পূর্বে আমিও সেই ধরনের জাহেল বা অজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু সেই পড়াশুনার পর আমি বুঝতে পারি যে, অজ্ঞতা কিভাবে মানুষকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে পারে। এজন্য আমার ইচ্ছা হলো যে, আমার এসব ভাই-বোনও তাড়াতাড়ি এই গুমরাহী থেকে মুক্তি পান।

এমনিভাবে আমি যখন ওলামায়ে কেরামের নিকট কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনের অনুরোধ জানাই তখন তার অর্থ এই নয় যে, আমি ওলামাদেরকে কম

www.amarboi.org

বোধ সম্পন্ন বলে মনে করে থাকি। বরং এমনিভাবে আমি সেই দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে চাই যাকে 'নসিহত" বা কল্যাণ কামনা বলা হয়ে থাকে। ইউরোপীয় তামাদ্দুনের ধারক বাহকদের সঙ্গে মেলামেশা এবং নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি যে মত কায়েম করেছি তা অনেকটা এ ধরনের যে, বর্তমানে ইসলামের সবচেয়ে বড় খিদমত হলো তাদেরকে ইসলামের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে অবহিত করানো। আমার এই রায় কবুল করা না করা ওলামায়ে কিরামের মতের ওপর নির্ভরশীল।

আল্লাহর নিকট দোয়া, তিনি যেন আমাদের সকলকে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের জন্য কাজে ব্যস্ত করে দেন।

www.amarboi.org

দায়িত্বশীল কে

আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির দায়দায়িত্ব সকল মুসলমানের ওপরই বর্তায়। এই অপমান বা অসম্মানের জন্য কোন দলকে কম দায়ী এবং কোন দলকে বেশী দায়ী করা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমানে যে অজ্ঞতা বা জাহালাত, পথভ্রষ্ঠতা, কুফুরী, দুর্বলতা ও জিল্লতীতে আমরা ডুবে আছি এবং দারিদ্রতা ও নির্যাতন আমাদের ওপর চেপে আছে তার জবাবদিহি থেকে কেউই নিষ্কৃতি পাবে না।

জনগণের দায়িত্ব

ইসলামের বর্তমান দুর্দিনের যুগ সাধারণ মুসলমানের অজ্ঞতার ফলশ্রুতি। দীর্ঘদিন যাবত এই শ্রেনী ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। বর্তমানে তাদের এই অনুভূতিই নেই যে, ইসলামের রশি তাদের হাত তেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। গুনাহ, কুফর ও নাস্তিকতার সঙ্গে লৌকিকতাহীনতা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, তারা এসব অপছন্দনীয় বস্তুসমূহকেও অপবিত্র মনে করে না। আর এ কথা তো ঘূর্ণাক্ষরেও তাদের ধারণায় আসে না যে, ইসলাম ফিসক ও ফুজুর, কুফুর ও নাস্তিকতার বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছে। তাদের বর্তমান কার্যপদ্ধতি দেখে মনে হয় যে, ইসলাম এসব জিনিসকে খারাব মনে করে না।

অথচ ইসলাম মুসলমানদের ওপর আবশ্যিক করে দিয়েছে যে, সে নিজে ইসলামকে শিখবে, বুঝবে এবং অন্যদেরকে শিখাবে, বুঝাবে। আল্লাহ বলেছেনঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ -

"কিন্তু এরূপ কেন হলো না যে, তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ থেকে কিছু লোক বের হয়ে আসতো ও দীনের সমঝ লাভ করতো।"–আত–তওবাঃ১২২

এই নির্দেশ অনুযায়ী অতীতে বেশীর ভাগ এমন হোত যে, কিছু মানুষ নিজের গৃহ থেকে দীন শেখার জন্য বের হতেন এবং পুনরায় ফিরে গিয়ে তারা স্ব স্ব এলাকায় লোকদেরকে দীন বুঝানো এবং আল্লাহর পাকড়াও সম্পর্কে ভয় দেখানোর চেষ্টা করতেন। কিন্তু ক্ষমতার পূজারী শাসকরা তাদের বিরুদ্ধে সব সময় বিষোদগার অব্যাহত রাখলো এবং শয়তান ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহকে খুশী করলো।

www.amarboi.org

অন্যদিকে জনসাধারণও বেশীর ভাগ ওলামাদের পরিবর্তে শাসকদেরকে সমর্থন জানালো এবং নিজেদের এই কার্যপদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামের টুটি চেপে ধরার এবং ইসলামের পক্ষের দলগুলোকে খতমকারীদের সাহায্য করে চললো। বর্তমানে এ সব মানুষ নিজেদের ইজ্জত, শরাফত এবং শক্তি সবকিছুই হারিয়ে বসেছে। তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ এবং নিজেদের শাসকদের গোলাম হয়ে রয়েছে। এসব শক্তি আজও তাদের রক্ত শোষণ করছে। তাদের শরাফতীকে পদদলিত করছে এবং তাদের আযাদী বা স্বাধীনতার ওপর উপর্যপরি হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানরা নিজেদের দ্বীনকে পরিত্যাগ করার কারণেই তারা এই সুযোগ পাচ্ছে। আমি এটা দাবী করে বলতে পারি যে, আজও যদি তারা দ্বীনের দিকে ফিরে আসে তাহলে তাদের প্রত্যেক বস্তুই ফিরে আসতে পারে। কিন্তু এসময় সমগ্র দুনিয়ার মুসলিম জনসংখ্যা ধ্বংসকারী গাফলতির শিকার হয়ে আছে। মুসলমানদের অধিকাংশই দ্বীন–দুনিয়া এমনকি নিজের সম্পর্কেও বেখবর হয়ে আছে।

শাসকদের দায়িত্ব

বর্তমানে ইসলাম যে পরিমাণ বন্ধু ও সাহায্যকারীহীন অবস্থায় রয়েছে এবং মুসলমান যে জিল্লতী ও অপমানকর অবস্থায় নিপতিত আছে তার বেশীর ভাগ দায়–দায়িত্ব বর্তায় মুসলমান দেশসমূহের শাসক শ্রেণীর ওপর।

এই শ্রেণী ইসলামকে মানব জীবন থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তারা স্ব স্ব ক্ষমতার সীমায় সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে হুকুম–আহকাম এবং আল্লাহর প্রকৃত বস্তুসমূহকে চালু রেখেছে। এসব শাসক মুসলমানদেরকে আল্লাহর হেদায়াত থেকে বের করে ইউরোপের গুমরাহীর দিকে নিক্ষেপ করছে।

মুসলামন রাষ্ট্রগুলো বর্তমানে আদালত, রাজনীতি এবং প্রশাসন সকল দিক থেকেই ইসলামী সীমা থেকে বের হয়ে গেছে। ইসলামের মৌলিক নীতিমালা তারা এমনভাবে বিস্মৃত হয়েছে যে, চিন্তার স্বাধীনতা, সাম্য ও ইনসাফকে অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও পাওয়া যায় না। ইসলামের ওয়াজিবসমূহ তারা উপেক্ষা করে বসে আছে। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইত্তেহাদ, কল্যাণ কামনা এবং পাস্পরিক সাহায্যের আবেগের মারাত্মক আকারের ঘাটতি রয়েছে। এসব দেশে জুলুম, নির্যাতন ও বর্বরতা অব্যাহত রয়েছে। সামাজিক ইমারতকে ফাসাদ, ধ্বংস, গুণাহ ও নাফরমানী, বিদ্রোহ এবং অবাধ্যতার ভিত্তিতে পরিচালনা করা হচ্ছে। সংক্ষিপ্ত কথা হলো, এই

www.amarboi.org

শাসকগোষ্ঠী মুসলমানদের দ্বীন শেখা, নিজের স্রষ্টাকে জানা এবং নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারা ইসলামের শত্রুদেরকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে। অথচ ইসলাম এ ধরনের বন্ধুত্বের ঘোর বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে এই আনুগত্য তাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে না জায়েজ বা অবৈধ। এজন্য মুসলমান শাসকগোষ্ঠীকে ইসলামের বর্তমান অবস্থায় অন্যান্য লোকদের চেয়ে বেশী জবাবদিহি করতে হবে। মানব রচিত আইন তাদেরকে জবাবদিহি নাও করতে পারে, কিন্তু আল্লাহর নিকট তাদেরকে প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও বড় বড় কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

হে দেশসমূহের নেতৃবৃন্দ। ক্ষমতা তোমাদের হাতে। ইসলামকে তার যথার্থস্থানে প্রতিষ্ঠা করার শক্তি শুধু তোমাদের হাতে রয়েছে। কিন্তু আফসোস হলো উত্তরাধিকার সূত্রে ইসলাম বিরোধী যে ক্ষমতা তোমরা পেয়েছিলে তাকেও তোমরা আপন করে নিয়েছ। অথচ সেই ক্ষমতা যা ইসলামের ওপর আঘাত হানে এবং তার অনুসারীদের উন্নতি অবনতিতে পর্যবসিত হয়। তোমরা যদি চিন্তা কর তাহলে দেখবে যে, ইসলামের শক্তি তোমাদের শক্তি এবং তার দূর্বলতা তোমাদের দুর্বলতা বলে প্রতীয়মান হবে। কোন শক্তিশালী স্বাধীন রাষ্ট্রের একজন সাধারণ নাগরিক হয়ে থাকাটা তোমাদের জন্য তার চেয়ে বেশী উত্তম যে রাষ্ট্রের তোমরা প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী অথবা উচ্চ অফিসার হয়ে আছ। অথচ তার হুকুম আহকাম জারি করার অধিকার কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামান্যতম একজন কর্মীর হাতে নিবদ্ধ এবং সে এত ক্ষমতাবান যে তার সামান্যতম ইঙ্গিতে তোমার তখত কেঁপে উঠে এবং বড় বড় সরদারদের ভূমি ধ্বংস হয়ে যায়।

হে মিল্লাতের আমীরগণ। তোমরা ছিন্ন–বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অনৈক্যের মধ্যে রয়েছ। অথচ তোমাদের এবং ইসলামের জন্য কল্যাণ হলো তোমাদের শক্তি একত্রিত হোক। তোমরা একে অপর থেকে নারাজ ও দূরে থাক। পক্ষান্তরে ইসলাম তোমাদের পারস্পরিক সাহায্যের জন্য অস্থির। তার এবং তোমাদের নিজস্ব স্বার্থের দাবী হলো যে, তোমরা পরস্পরের প্রতি বিনয় প্রকাশ করবে এবং পরস্পর বন্ধু হয়ে থাকবে। এটা নয় যে, তোমরা সাম্রাজ্যবাদীদের সামনে ঝুঁকে তার প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে দেবে।

হে নেতৃবৃন্দ। তোমরা প্রথমে মুসলমান এবং পরে অন্য কিছু। এজন্য ইসলামকে সব কিছুর আগে রাখো। তাকে নিজের জন্য সিদ্ধান্তকারী শক্তি বানাও। তার ওপরই

www.amarboi.org

নিজের ক্ষমতার ইমারাত তৈরী কর। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে স্ব স্ব ব্যাক্তিকে বাধার পাহাড় হিসাবে দাঁড় করিয়ে দিওনা। মনে রেখ, তোমাদের এই ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। মৃত্যুর পর তোমাদের এই ক্ষমতা, এই ধন-দৌলত এবং এই খান্দান বা আভিজাত্য কোন কাজে আসবে না। সেখানে শুধু আল্লাহর আহকাম পালনই তোমাদের কাজে আসবে। তোমরা ইতিহাসে ইসলামী রাষ্ট্র পুনঃ প্রতিষ্ঠাকারীদের মর্যাদায় স্মরণীয় হয়ে থাকার প্রচেষ্টা চালাও। এটা শুধুমাত্র তোমাদের দৃঢ়তর সংকল্পের ব্যাপার। তোমরা যদি ব্যক্তি স্বার্থ, হুকুমাত ও ক্ষমতার সুন্দর মরিচীকার সামনে মাথা নত কর তাহলে সকল মুসলমান ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে জিল্লতী ও অবমাননার গভীর খাদে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হবে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ তোমাদেরকে মর্যাদাহীন করে ছাড়বে।

হে মিল্লাতের নেতৃবৃন্দ! শাসন এবং পদের লোভ করো না। খিতাব মুকুটের সঙ্গে লেগে যেও না। কেননা এটাই সেই ব্যাধি যা মুসলমানদের ঈমানের রূহকে নিঃশেষ করে দিয়েছে এবং তাদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ছোট ছোট রাষ্ট্রে বন্টন করে দিয়েছে। এখন তারা না নিজের শত্রুকে প্রতিরোধ করতে পারে, বা নিজের অধিকার রক্ষার যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারে। সুতরাং বর্তমানে নিজেদের সংখ্যাধিক্য, ব্যাপক এলাকা, সীমাহীন কাঁচামাল, অসংখ্য শ্রমিকের হাত এবং নেতৃত্ব-কৃতিত্ব ও ইজ্জতের সকল সামান থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা দুনিয়ায় হীন ও অপমাণিত জাতি হিসেবে রয়ে গেছে।

হে শান শওকতওয়ালারা! আল্লাহ তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমাদের দেশসমূহে ইসলাম আজনবী বা অপরিচিত কেন রয়ে গিয়েছিল এবং রাষ্ট্রীয় কাজে তাকে কেন বাতিল রাখা হয়েছিল। তিনি তোমাদের নিকট জবাব চাইবেন যে, তোমরা মুসলমানদেরকে বিশৃংখলা, দুর্বলতা ও মর্যাদাহীনতার উদাহরণ কেনবানিয়েছেড়েছিলে।

স্মরণ রেখো, মুহাম্মদ (স) এরশাদ করেছেনঃ

انكم ستحرصون على الامارة – وستكون ندامةً يوم القيامة ننعم المرضعة وبئست الفاطمه –

ক্ষমতার পিছনে দৌড়ে বেড়ালে কিয়ামতের দিন লজ্জা ছাড়া অন্য কিছু তোমাদের অংশে অসবেনা। এটা দুধ পান করানোর সময় খুব ভালো এবং দুধ ছাড়ানোর সময় খুব খারাপ পশু।

www.amarboi.org

সাবধান থেকো, ক্ষমতা এক আমানত। কিয়ামতের দিন তার থাবা থেকে সেই বাঁচতে পারবে যে তার অধিকার আদায় করেছে এবং কর্তব্য পালন করেছে। এই আমানত তাদের নিকট সোপর্দ করো যারা তার অধিকারসমূহ আদায় ও কর্তব্য পালন করবে। নচেৎ আল্লাহর সামনে জবাবদিহি তোমাদেরকেই করতে হবে। একবার হযরত আবুজার গিফারী (রা) রসূলের (স) নিকট তাঁকে গবর্নর বানানোর দাবী জানালেন। এ সময় প্রিয়নবী (স) বলেছিলেনঃ আবুজার এটা (অত্যন্ত ভারী) আমানত এবং তুমি খুব দুর্বল।

আলেমদের দায়িত্ব

মুসলমান এবং ইসলামের বর্তমান পরিস্থিতির দায়িত্ব আলেমদের কাঁধে এসেও বর্তায়। বরং তাঁরা নিজেদের পিঠের ওপর ইসলাম সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতা ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের ষড়যন্ত্রের সাফল্যের বোঝা উঠিয়ে রেখেছেন।

তারা সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নকদের ব্যাপারে উপেক্ষা প্রদর্শন করছে। মুসলমান শাসকদের ব্যাপারেও তাদের আচরণ একই ধরনের। জনগণকে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ তারাই রেখেছে। এভাবে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে একটি প্রাচীরের রূপ গ্রহণ করেছে। জনগণকে তারা জানায় না যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতাকারী মুসলমান শাসনের ব্যাপারে হেদায়াত কি? সুতরাং জনগণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সম্পর্কে চুপ মেরে থাকে এবং সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট শাসকদের অনুগত হয়ে গেছে। কেননা তাদের বিশ্বাস হলো যে, আলেমরা তো সেই সব বিষয় সম্পর্কেই চুপ থাকে যা ইসলাম সম্মত হয় এবং যা আল্লাহ পছন্দ করে থাকেন।

কিন্তু আলেমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চোখ বুঁজে মুখে তালা লাগিয়ে এবং কানে আঙ্গুল দেয়া অবস্থায় বেখবর হয়ে শুয়ে রয়েছে। তাদেরকে শায়িত দেখে মুসলমান জনগণও লম্বা তান ধরেছে যে, ইসলাম সম্পূর্ণরূপে হেফাজত রয়েছে। কেননা ইসলাম যদি সংকটে পড়তো তাহলে আলেমরা এভাবে ঘোড়া বিক্রয় করে শুয়ে থাকতেন না।

বর্তমানে অবস্থা এমন হয়েছে যে, ইসলাম বিরোধী কথাবার্তা প্রকাশ্যেই বলা হচ্ছে। ভুল হুকুম–আহকাম প্রকাশ্যেই জারি হচ্ছে। ইসলামকে নিঃশেষ করার জন্য সাংঘাতিক চেষ্টা চলছে। কিন্তু তাঁদের কর্ণকুহরে কিছুই প্রবেশ করছে না।

শাসকরা জনগণের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। হারামকে হালাল বলছে। রক্ত গঙ্গা বহাচ্ছে। ইজ্জত লুটছে। আল্লাহর কায়েমকৃত সীমানা ভাংছে এবং যমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করছে। কিন্তু এসব কাজের বিরুদ্ধে আলেমদের মধ্যে কোন ব্যস্ততা বা হৈ চৈ ধ্বনি হয় না। তারা যেন মনে করেন যে, ইসলামের তরফ থেকে তাদের ওপর এই

www.amarboi.org

ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নেই। শাসকদের নসিহত করা এবং তাদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা তাদের কাজ নয়। তাছাড়া আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার এমন কোন বস্তুর নাম যার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কই নেই।

নিকট অতীতে দুশমনরা মুসলামনদের এলাকা দখল করতে লাগল। কিন্তু আলেমদের মধ্যে কোন ক্রোধবহ্নি দেখা গেল না। তারা জনগণকে কুরআন ও সুন্নাহর সেই হুকুম–আহকাম শুনানোর কোন চেষ্টাই করেনি যাতে সেই দখলদার ও অন্যান্য শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করার কথা বলা হয়েছে। সেই সব দখলদার ও শত্রুর বিরুদ্ধে আলেমদের বয়কট আন্দোলন পরিচালনা করার দায়িত্ব বর্তিয়েছিল। কিন্তু আফসোস। বয়কটের পরিবর্তে তারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে দিয়েছিল।

মুসলমানদের দেশসমূহে মানব রচিত আইন কানুন জারি করা হয়েছে। যার ফলে ইসলাম বাতিল হয়ে রয়েছে। হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু আলেমরা "যমিন জুনবুদ নাহ জুনবুদ গুল মুহাম্মদ" এর ছবি হয়ে রয়েছেন।

লাম্পট্য এবং গুণাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শরাবখানা সাধারণ্যে এসে গেছে। নৃত্যশালার প্রবর্তন হচ্ছে। মুসলমান শাসকরা মুসলমান মহিলাদেরকে বেশ্যা বৃত্তির অনুমতি দিয়েছে। জনগণ ইসলাম বিরোধী কাজ প্রকাশ্যেই করছে। আর আলেমরা এসব বেহায়া কাজে বাধা আরোপ না করে হুজরায় গিয়ে বসেছেন।

বাস্তব কথা হলো, যখনই কোন সরকার দেশে অসন্তোষের জোয়ার অনুভব করে তখনই আলেমদের নিকট দৌড়ে যায়। এ সময় আলেমরা কি করে থাকেন। না বুঝেই তারা জনগণকে সেই সব সরকারের আনুগত্য করার জন্য চেষ্টা শুরু করে দেন। অথচ এসব সরকারই নিজেদের ইচ্ছাকে ইসলামের আহকামের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে রেখেছে। তারা শরাব ও যিনাকে বৈধ বলে থাকে এবং কুফর ও গুণাহের সহযোগিতা করে। বর্তমানে অবস্থাটা এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, মুসলমান দেশসমূহে ফিসক ও ফুজুর আম হয়ে গেছে। ফিতনা ফাসাদ বেড়ে গেছে। সমাজ সংস্কার ও সংশোধনের কাজ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়েছে এবং অজ্ঞ ও অশিক্ষিত মুসলমান গুণাহ এবং নাফরমানীকেই সওয়াব হিসেবে মনে করছে।

আলেমরা নবীদের ওয়ারিছ। কিন্তু তাদের এই কার্যপদ্দতি সেই ওয়ারাসাতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। ইসলাম ভালো কাজের নির্দেশ এবং খরাপ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব আলেমদের ওপর অর্পণ করেছে। এখন আলেমরাই যদি তার জবাবদিহি থেকে দূরে সরে যায় তাহলে অন্যরা এই দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে কি করে নেবে।

www.amarboi.org

আমি এটা স্বীকার করি যে, মিসরে এমন এক সময় এসেছিল যখন আলেমরা নিজেদের সভা ও বৈঠকাদিতে দেশের পরিস্থিতি ও সমস্যাসমূহকে আলোচনায় আনা শুরু করে ছিলেন এবং জনগণের মধ্যে অশান্তির ঢেউ এবং অন্য আরো কিছু করার আবেগ জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, এ সব ইসলামের জন্য ছিল না বরং তার পেছনে নিজেদের ব্যক্তিত্ব জাহিরের খাহেশ কাজ করেছিল এবং সামনে ছিল পদের জাদু ও টোপ। খবরের কাগজে বিবৃতি, জনসভা ও গরম গরম বক্তৃতা এবং তা কুরআন ও হাদীস দিয়ে সুসজ্জিত করার একমাত্র লক্ষ্যই ছিল পদ। তাদের নিকট সে সময় ইসলামের চেয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব ছিল বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের ইজ্জতের চেয়ে তাদের নিজের ইজ্জতের খেয়াল ছিল বেশী। তার চেয়েও বেশী দুঃখজনক কথা হলো যে, সেই সব সভায় কেউ যদি ইসলামের নাম নিত তাহলে তাকে চুপ করিয়ে দেয়া হতো।

হে ওলামায়ে ইসলাম! আল্লাহকে ভয় করুন। তার বান্দাহদের মধ্যে আপনারা এ জন্য মর্যাদাহীন হয়ে গেছেন যে, আপনারা তাদের রবের দ্বীনের মর্যাদা হানি করেছেন। এ কথা খুব ভালোভাবে মস্তিষ্কে ঠাঁই দিন যে, আপনাদের ইজ্জত ইসলামের ইজ্জতের সঙ্গে এবং শক্তি ইসলামের শক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত রয়েছ। এ জন্য আপনারা যদি ইজ্জত ও শক্তি লাভ করতে চান তাহলে শুধু এবং শুধু ইসলামের জন্য কাজ করুন।

আপনারা আল্লাহর আহকাম বর্ণনা না করুন ইসলাম এই নির্দেশ কোথাও দেয়নি। তাছাড়া নিজেদের মুখে তালা লাগিয়ে রাখবেন আর আল্লাহর দুশমনরা হারাম জিনিস চালু করবে এই কথাও বলে দেয়া হয়নি। ইসলাম এ কথা কোথাও বলেনি, সরকার সমূহ ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে আর আপনারা ছাত্রদেরকে দ্বীনি আহকাম পড়ানোতে মগ্ন থাকবেন।

ইসলামের কোথাও এ কথা উল্লেখ নেই যে, আপনারা জনগণকে শুধুমাত্র আখলাক ও ইবাদাতের শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে সরকার, আইন, আদালত, সমাজনীতি ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে ছেড়ে দেবেন। আপনাদের দায়িত্ব হওয়া সত্ত্বেও কেন আপনারা জনগণের নিকট পৌছান না। আপনারা তাদেরকে কেন বলেন না যে, শত্রু যদি দেশ দখল করে নেয় তাহলে তাঁদের করণীয় কি নির্দেশ রয়েছ। আপনারা তাদের নিকট কেন পরিষ্কার করেন না যে, যারা তাদের এই দখলদারিত্বে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং পক্ষান্তরে যেসব মানুষ সেই জালেমদের হাত থেকে নাজাত দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায় তাদের ব্যাপারে আল্লাহ এবং তার রসুলের কি নির্দেশ রয়েছে।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

প্রধান কার্যালয়

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বিক্রয় কেন্দ্র

□ ১০ আদর্শ পুস্তুক বিপনী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা

□ ৫৫, খানজাহান আলী রোড,
তারের পুকুর, খুলনা

□ ৪৩ দেওয়ানজী পুকুর লেন
দেওয়ান বাজার চট্টগ্রাম